CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-334 ■ 3 September, 2026 ■ আগরতলা ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ক্লাস চলাকালীন শ্বাসকষ্টে অসুস্থ

১৩ পড়ুয়া, নজরদারির নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২ সেপ্টেম্বর ।। আজ দুপুর আনুমানিক ১২টা ৩০ মিনিট থেকে ১টার মধ্যে বিলোনীয়ার উত্তর ভারতচন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির নয় (৯) জন ছাত্রছাত্রী শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা অনুভব করে বলে জানা যায়। বিষয়টি বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যালয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়। আক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশ অনুসারে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে এবং ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, ঘটনার সময় সংশ্লিষ্ট শ্রেণিকক্ষের পাখাগুলি যথাযথভাবে চলছিল এবং শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাও ছিল। দক্ষিণ ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকও ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখছেন। আজ সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে প্রাপ্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী, নয় (৯) জন ছাত্রছাত্রীরই শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং তারা স্থিতিশীল রয়েছে। নয়জনের মধ্যে পাঁচ (৫) জনকে যথাযথ চিকিৎসা পর্যবেক্ষণের পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি চার (৪) জন ছাত্রছাত্রী বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে।

উত্তর ভারতচন্দ্রনগর স্কুল

পরবর্তী পদক্ষেপ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় বিদ্যালয়ে একটি মেডিকেল ক্যাম্প ও কাউন্সেলিং সেশনের আয়োজন করা হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের উদ্যোগে চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল টিমও গঠন করা হয়েছে। এই দলটি ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে, প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং করবে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ ও স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ঋষ্যমুখে অগ্নিকান্ড অগ্নিদগ্ধ মা ও শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হলেন এক মা ও তাঁর মাত্র ১৮ মাসের শিশুকন্যা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। মায়ের অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জানা গেছে, বুধবার সকালে ঋষ্যমুখ ব্লকের নলুয়া বরোজ কলোনি এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। আনুমানিক সকাল ৮টা নাগাদ হঠাৎ একটি বাড়ির ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে। সেই সময় ঘরের মধ্যে ছিলেন ওই এলাকার বাসিন্দা রণজিৎ মজুমদারের ২৩ বছর বয়সি স্ত্রী সুপর্ণা মজুমদার এবং তাঁর ১৮ মাসের শিশুকন্যা মেঘা মজুমদার।

ঘর থেকে চিৎকার ও ধোঁয়া বের হতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। দ্রুত উদ্ধার করে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইউরোপে গেল ত্রিপুরার ১৮.৭ মেট্রিকটন অর্গানিক পণ্য

জৈব কৃষিকে গ্রামীণ সমৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসাবে অগ্রাধিকার সরকারের ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ও কৃষকদের সমৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে অর্গানিক কৃষিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে ত্রিপুরা সরকার এবং রাজ্যের কৃষি দপ্তর। এরই ধারাবাহিকতায় রাজ্য থেকে প্রথমবারের মতো মোট ১৮.৭ মেট্রিক টন অর্গানিক পণ্য ইউরোপের বাজারে রপ্তানি করা হল।

বুধবার আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে আয়োজিত ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর অর্গানিক প্রোডাকশন-এর সচেতনতা কর্মসূচিতে এই তথ্য জানান কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার অর্গানিক কৃষি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি রাজ্যের কৃষকদের আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। উর্বর মাটি, পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্যের কারণে ত্রিপুরায় জৈব কৃষির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরার কৃষকরা দীর্ঘদিন ধরেই ফসলের পর্যায়ক্রমিক চাষ, মিশ্র চাষ এবং জৈব কম্পোস্ট ব্যবহারের মতো পরিবেশবান্ধব কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছেন। নিমভিত্তিক কীটনাশক, গোবর সার এবং জৈবিক উপায়ে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের মতো প্রাকৃতিক পদ্ধতি মাটির উর্বরতা বজায় রাখা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্যের একাধিক কৃষক গোষ্ঠী ঐতিহ্যবাহী কৃষি জ্ঞানকে আধুনিক অর্গানিক সার্টিফিকেশন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। ফলে ত্রিপুরার কৃষিপণ্য আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ করে বিশ্ববাজারে প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, অর্গানিক কৃষি শুধুমাত্র একটি কৃষিপদ্ধতি নয়, এটি স্বাস্থ্যকর ও টেকসই ভবিষ্যতের একটি দৃষ্টিভঙ্গি। পরিশ্রমী কৃষক এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ত্রিপুরা দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জৈব কৃষির উৎকর্ষের অন্যতম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি ভোটের পর এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর দাবিতে কমিশনে গেল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরই যাতে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত ”এসআইআর” প্রক্রিয়া শুরু করা হয়, সেই দাবিতে আজ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হলেন বিজেপি প্রতিনিধি দল। রাজ্যসভার সংসদ রাজীব ভট্টাচার্য এবং বিপিন দেববর্মার নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দলটি কমিশনের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য জানান, নির্বাচন কমিশনের পূর্বনির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামী ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াটি চালু হওয়ার কথা ছিল। তবে এরই মধ্যে স্টেট ইলেকশন কমিশন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের দিনক্ষণ ও প্রস্তুতি ঘোষণা করেছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ায় বিএলও এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিসি নির্বাচনে

ছুটির দিনেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে ঃ কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এবং ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সরকারি ছুটির দিনেও টিটিএএডিসি'র ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রার্থীগণ তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাজ্য নির্বাচন কমিশন গত ৩১ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে টিটিএএডিসি-র ভিলেজ কমিটির সাধারণ নির্বাচন, ২০২৬ ঘোষণা করেছে। নির্বাচনী সময়সূচি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া ও গ্রহণের প্রক্রিয়া ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে, ভারতের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার আজ গোয়ার বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) সঙ্গে মতবিনিময় করেন। গোয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১,০০০-এরও বেশি বিএলও এই মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে সিইসি জ্ঞানেশ কুমার বিএলও-দের বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি আরও বলেন, ভারতের নির্বাচনী তালিকা (ইলেক্টোরাল রোলস) প্রস্তুত করা এবং নির্বাচন পরিচালনার কাজ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনিয়ায় সিপিএমের ২১ প্রার্থীর মনোনয়ন জমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণ ত্রিপুরার তিনটি ব্লকে মোট ২১টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিল সিপিআই(এম)-এর প্রার্থীরা। বুধবার মিছিল করে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্লক আধিকারিকদের দপ্তরে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন দলীয় প্রার্থীরা।

এদিন ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের ৭টি আসনের মধ্যে ৫টি আসনে সিপিআই(এম) প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন ব্লক আধিকারিকের কাছে। প্রার্থীদের সঙ্গে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিলও বের হয়। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, পার্টির জেলা কমিটির সদস্য অরূপ মজুমদার, ভাতখোলা অঞ্চল সম্পাদক সুবীর ত্রিপুরা, সিপিআই(এম) নেতা আশীষ দাস, মৃদুল দত্ত, পুলক শীল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

একই দিনে রাজনগর ব্লকে ৭টি ভিলেজ কাউন্সিল আসনের মধ্যে ৬টি আসনে সিপিআই(এম) প্রার্থীরা বিডিওর কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অরূপ মজুমদার, সুবীর ত্রিপুরা, আশীষ দাস, পুলক শীল সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব।

অন্যদিকে, ঋষ্যমুখ ব্লকেও বুধবার সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। এর মধ্যে শিবপুর এডিসি ভিলেজের ৭টি আসনের মধ্যে ৬টিতে, সোনাইছড়ি এডিসি ভিলেজের ৭টি আসনের মধ্যে ১টিতে এবং মোহিনীনগর এডিসি ভিলেজের ৭টি আসনের মধ্যে ৩টিতে মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডেপুটেশন ঘিরে দুই ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভে উত্তপ্ত কৈলাসহর কলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ সেপ্টেম্বর ।। ডেপুটেশন দেওয়াকে কেন্দ্র করে কৈলাসহর কলেজে দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ত্রিপ্রা ইন্ডিজিনিয়াস স্টুডেন্টস ফেডারেশন (টিআইএসএফ) এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর সদস্যদের পাল্টাপাল্টি বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় প্রচুর সংখ্যক পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান।

জানা গেছে, পূর্বনির্ধারিত অনুমতি নিয়ে বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ডেপুটেশন দিতে কলেজ প্রাঙ্গণে আসে ত্রিপ্রা মথা সমর্থিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে রোগী মৃত্যুকে ঘিরে পরিবারের ক্ষোভ

গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। গোবিন্দ বল্লভ পন্থ (জিবি) হাসপাতালে এক রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতার নাম মন্টি ভৌমিক। পরিবারের দাবি, তিনি আট মাসের শিশুসন্তানের মা। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও রোগী ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিবার। ঘটনায় স্বজনদের মধ্যে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক

ভিসি নির্বাচনে জোট নিয়ে শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঃ অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরা বিজেপির অন্দরে তৎপরতা বাড়ল। আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি এবং দলীয় কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে বুধবার প্রদেশ বিজেপির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ উচ্চপর্যায়ের সাংগঠনিক বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বি এল সন্তোষ, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব, বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র, বিজেপি রাজ্য প্রভারি ড. রাজদীপ রায় প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায়।

এছাড়াও এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী, বিধায়ক ছাড়াও প্রদেশের সাংগঠনিক নেতৃত্ব, বিভিন্ন মোর্চার সভাপতি ও প্রভারী, বিভিন্ন জেলার সভাপতি, জেলা প্রভারী ও সহ-প্রভারী এবং মণ্ডল সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী দিনে দলের সাংগঠনিক কর্মসূচি, তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গরু চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে খুন, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২ সেপ্টেম্বর ।। গরু চোর সন্দেহের বশে এক ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বাগবের এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম জলিল রহমান (৪৫)। ঘটনায় তাঁর পরিবারের সদস্যদেরও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য অনুযায়ী, গবাদি পশু আনা-নেওয়াকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। বুধবার ভোররাতে জলিল রহমান গরু নিয়ে যাওয়ার জন্য বেরিয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের। পরে রাস্তার মধ্যে একদল লোক তাঁকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং
১৬ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

সিবিআইর ৭ সহস্রাধিক মামলা ঝুলিয়া রহিয়াছে

৭ হাজার ২০০-র বেশি সিবিআইয়ের তদন্তাধীন বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি মামলার বিচার এখনও শেষ হয়নি। এরমধ্যে বেশ কিছু মামলা ২০ বছরের বেশি পুরানো। বিরোধী শিবির নয়। বার্ষিক রিপোর্টে এই তথ্য পেশ করিয়াছে খোদ কেন্দ্রীয় সংস্থা সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স কমিশন। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৭ হাজার ২২৯টি মামলার বিচার এখনও শেষ হয়নি। এর মধ্যে ১ হাজার ৬১২টি মামলা প্রায় ৩ বছরের পুরানো। তিন থেকে পাঁচ বছর পুরানো মামলার সংখ্যা ৮৬০। ৫ থেকে ১০ বছর ধরে বিচারাধীন রয়েছে ১ হাজার ৯০১টি মামলা। এখানেই শেষ নয়। জানা গিয়েছে, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে দায়ের করা ২ হাজার ৪৪৭টি মামলা ১০ থেকে ২০ বছর ধরিয়া বকেয়া রহিয়াছে। ৪০৯টি মামলা ২০ বছরের বেশি পুরানো। এছাড়াও এমন বহু দুর্নীতি মামলা রহিয়াছে যেখানে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরোধিতা করে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে মামলা হইয়াছে। সংখ্যাটা প্রায় ১৪ হাজার ৮৩। সেসব মামলা এখনও বিচারাধীন। মামলার নিষ্পত্তিতে কেন এতো দেরি হইতেছ ? তারও ব্যাখ্যা দিয়াছে সিভিসি। রিপোর্টে তাহারা জানাইয়ছে, 'মূলত আর্থিক অপরাধ ও ব্যাংক জালিয়াতি সংক্রান্ত মামলায় নথি যাচাইয়ে অনেক বেশি সময় নেওয়া হইয়াছে। হিসাব বহির্ভূত সম্পদের মামলায় একই প্রবণতা দেখা গিয়াছে।'

কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন -এর সর্বশেষ বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের বিভিন্ন আদালতে সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এর তদন্ত করা ৭,২২৯টি দুর্নীতি মামলার বিচার প্রক্রিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। এই বিপুল পরিমাণ মামলা দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে বিচারাধীন রহিয়াছে। যাহার মধ্যে বেশ কিছু মামলা কয়েক দশক ধরিয়া অমীমাংসিত। ৪০৯টি দুর্নীতি মামলার বিচার প্রক্রিয়া দুই দশকেরও বেশি সময় ধরিয়ি ঝুলিয়া রহিয়াছে। সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন (সিভিসি) রিপোর্টে বলা হইয়াছে, "দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে নথিভুক্ত ... ৪০৯টি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরিয়া বিচারাধীন ছিল।"১০ থেকে ২০ বছর পুরনো: ২,৪৪৭টি মামলা ১ থেকে ২ দশক ধরিয়া আদালতে আটকিয়া আছে।৫ থেকে ১০ বছর পুরনো ১,৯০১টি মামলার বিচার চলিতেছে ৫ থেকে ১০ বছর ধরিয়া।৩ থেকে ৫ বছর পুরনো ৮৬০টি মামলা এই সময়সীমার মধ্যে বিচারাধীন।৩ বছরের কম পুরনো: ১,৬১২টি মামলা অপেক্ষাকৃত নতুন। শুধু নিম্ন আদালতই নয়, দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে দুর্নীতি আইনের সঙ্গে যুক্ত অতিরিক্ত ১৪,০৮৩টি আপিল ও রিভিশন পিটিশন ঝুলিয়া রহিয়াছে। তবে ইতিবাচক দিক হইলো, সিবিআইয়ের অপরাধী প্রমাণ বা দোষী সাব্যস্ত করিবার হার ২০২৪ সালের ৬৯.১৪ু থেকে বাড়িয়া ২০২৫ সালে ৭১.৭১ু-এ দাঁড়াইয়াছে।সিবিআই-এর অনুমোদিত ৭,৩০০টি পদের মধ্যে ১,০৮৮টি পদ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা তদন্তের গতি শ্লথ হওয়ার অন্যতম বড় কারণ।

সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআই -এর মামলা দীর্ঘকাল ধরিয়া মীমাংসা না হওয়ার মূল কারণগুলি হইল অত্যাধিক কাজের চাপ, পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব, সরকারি অনুমতির দীর্ঘসূত্রতা এবং আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার ধীরগতি। কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশন বা এর সাম্প্রতিক বার্ষিক প্রতিবেদন অনুসারে, শুধু দুর্নীতি দমন আইনেই সিবিআই-এর ৭,২০০-র বেশি মামলার বিচার প্রক্রিয়া আদালতে ঝুমিয়া রহিয়াছে। এই মামলাগুলির দীর্ঘসূত্রতার কারণগুলিকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। সিবিআই-এর অনুমোদিত পদের তুলনায় তদন্তকারী কর্মকর্তা, আইনজীবী এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞের পদে ব্যাপক শূন্যতা রহিয়াছে। যেমন, সাম্প্রতিক তথ্যে দেখা গিয়াছে যে সিবিআই-এর মোট পদের মধ্যে ১,০৮৮টি পদ শূন্য ছিল, যাহার বড় অংশই এগজিকিউটিভ র্যাঙ্কের। ব্যাংক জালিয়াতি, বড় ধরনের অর্থনৈতিক অপরাধ বা আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পত্তির মামলার তদন্তে হাজার হাজার পৃষ্ঠার নথিপত্র এবং ডিজিটাল প্রমাণ স্ক্রুটিনি বা পরীক্ষা করিতে ব্যাপক সময় লাগে। অনেক হাই-প্রোফাইল মামলার তদন্তে বিদেশের সাহায্য লইতে হয়। এইজন্য বিদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে "লেটার্স রগেটরি" বা আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠাইতে হয়, যাহার জবাব আসিতে বছরের পর বছর লাগিয়া যায়।সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু অথবা চার্জশিট পেশের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগ বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আইনি অনুমতি পাইতে দীর্ঘ সময় নষ্ট হয়। সিবিআই-এর স্পেশাল কোর্ট বা বিশেষ আদালতের সংখ্যা মামলার তুলনায় অনেক কম। ফলে বিচারকদের উপর মামলার বোঝা অনেক বেশি থাকে।অভিযুক্ত পক্ষ অনেক সময় উচ্চ আদালতে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন , পুনর্বিবেচনার আবেদন বা স্টে অর্ডার বা স্থগিতাদেশ আনিয়া বিচার প্রক্রিয়া স্তব্ধ করিয়া দেয়।একটি মামলার বিচার শুরু হইতে অতিরিক্ত দেরি হওয়ায় অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অনেকে দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত হন বা দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে মারা যান।আদালতে আইনজীবী বা যুক্তিসঙ্গত কারণে বিচার প্রক্রিয়ার তারিখ বারবার মুলতুবি বা পিছাইয়া যাওয়ার ফলেও ট্রায়াল শেষ হইতে কয়েক দশক লাগিয়া যায়।

৫ সেপ্টেম্বর থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও এস আই আর কর্মসূচি শুরু হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এস আই আর)-২০২৬ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও শুরু হবে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুতিকরণ, প্রিন্টিং ও এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত কর্মীদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ থেকে ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত বি এল ও-গণ বাড়ি বাড়ি যাবেন ও তথ্য সংগ্রহ করবেন।

১৪ অক্টোবর ২০২৬ এর মধ্যে ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস করা হবে। ২১ অক্টোবর, ২০২৬ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। ২১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে ২০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকার উপর ভিত্তি করে দাবি ও আপত্তি জমা নেওয়া হবে। ২১ অক্টোবর, ২০২৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত নোটিশ প্রদান এবং দাবি ও আপত্তিগুলি নিষ্পত্তি করা হবে। ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৬ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: গর্ভবতী মা ও অনাগত শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার লক্ষ্যে আজ মেলাঘরস্থিত সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এক স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে অভিজ্ঞ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. অমিত কুমার পাল ১০ জন গর্ভবতী মহিলার বিনামূল্যে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি পরীক্ষা করেন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করেন।

এদিকে একই দিনে সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতাল এলাকাধীন উরমাইস্থিত মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য হাসপাতাল এবং তেলকাজলা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মীরা শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীগণ শিশুদের প্রয়োজনীয় টিকাদানের গুরুত্ব সম্পর্কে অভিভাবকদের সচেতন করে তোলেন।

একশো দিনের খতিয়ান

সুনীল মাইতি (বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামো যেকোনো নতুন প্রশাসনের প্রথম একশো দিন কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নয়; বরং এটি সরকারের কাজের ধারা; অগ্রাধিকার এবং দূরদর্শিতার এক প্রাথমিক মানদন্ড। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর মাননীয় শুভেন্দু অধিকারীর প্রথম ১০০ দিনের মেয়াদ সম্প্রতি অতিক্রান্ত হয়েছে। একটি রাজ্যের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষা; আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং নাগরিক নিরাপত্তার মতো অতি সংবেদনশীল বিষয়গুলোর দায়ভার যার কাঁধে ন্যস্ত; তার সূচনাপর্বের কাজ পর্যালোচনা করা প্রশাসনিক এবং জনস্বার্থের নিরীখে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময়সীমার মধ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপে যেমন কিছু স্পষ্ট অগ্রগতির ইঙ্গিত মিলেছে; তেমনই রাজ্য প্রশাসনের সামগ্রিক কার্যকারিতা নিয়ে কিছু মৌলিক খামতি ও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।

অগ্রগতির ইতিবাচক দিক ও প্রশাসনিক সক্রিয়তা

প্রথমত: দায়িত্বভার গ্রহণের পর শুভেন্দু অধিকারী সরকারের সবচেয়ে লক্ষণীয় অগ্রগতি দেখা গেছে প্রশাসনিক সমন্বয় বজায় রাখা এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায়। একটি রাজ্য প্রশাসনের মসৃণ পরিচালনার জন্য পুলিশ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জরুরী। প্রথম একশো দিনে তিনি মাঠপর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে একাধিক পর্যালোচনা সভা করেছেন; নিচু তলার আমলাতন্ত্রের মধ্যে এক ধরনের তৎপরতা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ সাইবার অপরাধ ও ডিজিটাল সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসনের কিছু সময়োপযোগী উদ্যোগ নজর কেড়েছে। বর্তমান যুগে অপরাধের ধরন বদলাচ্ছে এবং প্রযুক্তিগত অপরাধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে সাইবার ক্রাইম থানাগুলোর আধুনিকীকরণ এবং দক্ষ আধিকারিক নিয়োগের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হিসেবে তাঁর নেওয়া পদক্ষেপগুলি প্রশংসনীয়। অপরাধমূলক ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও চার্জশিট পেশের ওপর জোর দেওয়া প্রশাসনিক কার্যকারিতা বৃদ্ধির একটি ইতিবাচক দিক।

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন স্পর্শকাতর অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। জরুরী মুহূর্তে দ্রুত পুলিশ মোতায়েন এবং প্রশাসনিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। জেলাভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাজ পর্যবেক্ষণ করা এবং শীর্ষ আধিকারিকদের দায়িত্বশীল করার ব্যাপারে তাঁর মনোযোগ স্পষ্ট ছিল। খামতি ও পদ্ধতিগত দুর্বলতা

অগ্রগতির পাশাপাশি প্রথম একশো দিনের এই মেয়াদে বেশ কিছু খামতি ও চ্যালেঞ্জও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে.. প্রথমত: প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রশ্ন পুরোপুরি মেলেনি। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোনো আধিকারিক কাজ করার সময় তাঁর সিদ্ধান্তগুলো কতটা রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকছে; তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষের মধ্যে পুলিশি ব্যবস্থার প্রতি আস্থা আরও বাড়ানো এবং সবক্ষেত্রে নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগের যে প্রত্যাশা ছিল; তা পুরোপুরি পূরণ হয়নি।

দ্বিতীয়ত: পুলিশ সংস্কার ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। কেবল কিছু তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই পরিকাঠামোগত পরিবর্তন আসে না। রাজ্য পুলিশের কর্মীদের কর্মঘন্টা; কাজের পরিবেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপের মতো

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সচিবালয় নবান্ন. সোর্স:

সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে এখনো কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন দৃশ্যমান নয়। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রযুক্তির ব্যবহারে নিচের তলার পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াটি এখনোও ধীর গতিতে চলছে।

তৃতীয়ত: সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগ নিস্পত্তি ব্যবস্থার অভাব অন্যতম বড় খামতি। থানা পর্যায়ে গিয়ে সাধারণ মানুষ যাতে কোনো হয়রানি ছাড়া অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার উত্তর পান; সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট এবং কার্যকর ডিজিটাল ব্যবস্থা এখনোও পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়নি। ফলের সাধারণ মানুষের কাছে প্রশাসনিক পদক্ষেপের সুবিধা পৌঁছানোর হার ধীর রয়ে গেছে। ভবিষ্যতের পথ ও প্রশাসনিক মূল্যায়ন

প্রশাসনের শীর্ষপদে প্রথম ১০০ দিন হলো কোনো আধিকারিকের জন্য একটি মানিয়ে নেওয়ার বা 'লার্নিং -কার্ভ' -এর সময়। এই সময়ে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার যে প্রশাসনিক সক্রিয়তা দেখিয়েছেন তা প্রশংসনীয় হলেও রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মতো বৃহৎ ও জটিল কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের জন্য আরোও গভীর এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মূল কাজ কেবল অপরাধ দমন নয়; বরং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে নাগরিকের স্বাধীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করা। আগামী দিনগুলোতে তিনি কিভাবে রাজনৈতিক চাপ সামলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার হ্রাস করবেন এবং পুলিশ প্রশাসনকে আরোও বেশি নাগরিক বান্ধব করে তুলবেন; তার ওপরই নির্ভর করবে এই প্রাথমিক অগ্রগতির সাফল্য। খামতিগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলোর দ্রুত সমাধান করা এবং অর্জিত সাফল্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়াই হবে আগামী মেয়াদে তাঁর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

রামচন্দ্রপুর; মেচেদা
পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
৬২৯৫৫ ৩৩১০৭

যুদ্ধের অন্ধকারে লিঙ্কন: একটি জাতির আত্মার সন্ধানে

রাষ্ট্রপতি হিসেবে লিঙ্কনের প্রথম লক্ষ্য ছিল ইউনিয়নকে অটুট রাখা; কিন্তু যুদ্ধ যত দীর্ঘ হয়েছে, তিনি ততই বুঝেছেনমানুষকে শৃঙ্খলে রেখে কোনও দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হতে পারে না

সৈকত নিয়োগী

'তা হলে, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, এ যুদ্ধের শেষ কোথায়?' প্রশ্নটি শুনে আব্রাহাম লিঙ্কন কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর সামনে ছড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের মানচিত্র, কোথাও সেনাদের পশ্চাদপসরণ, কোথাও নতুন আক্রমণের পরিকল্পনা, কোথাও মৃত্যুর দীর্ঘ হিসাব। আমেরিকা তখন নিজের বুকের ভিতরেই যুদ্ধ করছে। এক দেশের মানুষ একই ইতিহাসের স্মৃতি বুকে নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। লিঙ্কন যেন দীর্ঘ নীরবতার পরে বললেন, 'শেষ? শেষ তখনই, যখন এই দেশ আবার নিজেকে ফিরে পাবে। ' ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫মাত্র চার বছরের গৃহযুদ্ধ, অথচ তার ভিতরে জড়িয়ে ছিল একটি জাতির ভবিষ্যৎ। দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতাবাদ, ইউনিয়ন রক্ষার সংকট এবং তারও গভীরে মানুষের স্বাধীনতার প্রশ্ন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে লিঙ্কনের প্রথম লক্ষ্য ছিল ইউনিয়নকে অটুট রাখা; কিন্তু যুদ্ধ যত দীর্ঘ হয়েছে, তিনি ততই বুঝেছেনমানুষকে শৃঙ্খলে রেখে কোনও দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

তাঁর সামনে বড় সমস্যাগুলির একটি ছিল সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব। জেনারেল জর্জ ম্যাকক্লেলান দক্ষ সংগঠক, সৈন্যদের কাছেও জনপ্রিয়; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর অতিরিক্ত সতর্কতা লিঙ্কনকে ক্রমশ হতাশ করছিল। সুযোগ এসেও আক্রমণ পিছিয়ে যাচ্ছে, সিদ্ধান্তের বদলে অপেক্ষা বাড়ছে। লিঙ্কনের ব্যঙ্গের আড়ালে তাই চাপা ক্ষোভসেনাবাহিনী যদি যুদ্ধই না করে, তবে তার শক্তির মূল্য কোথায়? শেষ পর্যন্ত তিনি ম্যাকক্লেলানকে সরিয়ে দিলেন। সিদ্ধান্তটি সহজ ছিল না; রাজনীতি, জনমত, সেনাদের মনোবলসবকিছুর হিসাব ছিল। কিন্তু লিঙ্কন জানতেন, নেতৃত্বের সবচেয়ে কঠিন কাজ অনেক সময় জনপ্রিয় হওয়া নয়, প্রয়োজনের মুহূর্তে দায়িত্ব নেওয়া। তবে তাঁর জীবনের আরও বড় সিদ্ধান্ত ছিল দাসমুক্তি। ওয়াশিংটনে তখন বিতর্কের শেষ নেই। কেউ বলছেন, এখনই দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিলে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি হাতছাড়া হতে পারে। কেউ বলছেন, যুদ্ধের মধ্যে নতুন নৈতিক প্রশ্ন তুলে পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। যেন কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এখনই কি সেই সময়?' লিঙ্কন বুঝেছিলেন, সময় কখনও নিজে থেকে আসে না; ইতিহাসের দরজায় কখনও কখনও মানুষকেই হাত রাখতে হয়। ১৮৬৩ সালের ১ জানুয়ারি দাসমুক্তির ঘোষণাপত্র কার্যকর হল। একদিনে সব শৃঙ্খল ভাঙেনি, পৃথিবীও বদলে যায়নি। কিন্তু যুদ্ধের অর্থ বদলে গেল। ইউনিয়ন রক্ষার সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হল মানবমুক্তির দাবি। রাষ্ট্রের যুদ্ধ তখন মানুষের অধিকারের যুদ্ধেও পরিণত হল।

তারপর এল গেটিসবার্গযুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তর, যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশি যে সংখ্যাও একসময় মানুষের মুখ হারিয়ে ফেলে। সেই মৃতদের স্মৃতির সামনে দাঁড়িয়ে লিঙ্কন অল্প কয়েকটি বাক্যে গণতন্ত্রের এক অনন্ত সংজ্ঞা রেখে গেলেন 'Government of the people– by the people– for the people।' কথাগুলি ছোট, অথচ তাদের ভিতর ছিল এক বিশাল রাজনৈতিক দর্শন। রাষ্ট্রের কেন্দ্রে কোনও রাজা নয়, কোনও বিশেষ শ্রেণি নয়সাধারণ মানুষ। কিন্তু বক্তৃতা শেষ হলেও যুদ্ধ শেষ হল না।

১৮৬৪ সালের নির্বাচন এসে গেল। দেশের মানুষ ক্লান্ত, মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে, লিঙ্কনের জনপ্রিয়তাও প্রশ্নের মুখে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ম্যাকক্লেলান, যাঁকে একদিন তিনি নিজেই সেনাপতির পদ থেকে সরিয়েছিলেন। কেউ প্রশ্ন করতেই পারত, 'আপনি যদি হেরে যান?' কিন্তু লিঙ্কনের কাছে রাষ্ট্রপতির পদ ছিল ব্যক্তিগত গৌরবের আসন নয়; ছিল ইতিহাসের কাছে এক কঠিন দায়। একজন মানুষ নির্বাচনে হারতে পারেন, কিন্তু তাঁর কারণে একটি দেশকে হারতে দেওয়া যায় না।

শেষ পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের সামরিক সাফল্য ফিরে এল এবং লিঙ্কন পুনর্নির্বাচিত হলেন। কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তেও তাঁর কণ্ঠে প্রতিশোধের ভাষা ছিল না। দক্ষিণকে অপমান বা চিরকালের জন্য শাস্তি দেওয়ার বদলে তিনি ভাবছিলেনকীভাবে ভাঙা দেশটিকে আবার জোড়া যায়? কারণ তিনি বুঝেছিলেন, যুদ্ধ শেষ করা সহজ; যুদ্ধের ক্ষত সারানো কঠিন। ১৮৬৫ সালে গৃহযুদ্ধের অবসান হল। ইউনিয়ন টিকে রইল, দাসপ্রথা বিলোপের পথ সুদৃঢ় হল, মনে হল দীর্ঘ অন্ধকারের শেষে আমেরিকার সামনে একটি নতুন সকাল অপেক্ষা করছে। কিন্তু ইতিহাস তার নিষ্ঠুরতম আঘাতটি যেন সেই মুহূর্তের জন্যই তুলে রেখেছিল। 'আপনি যখন প্রেসিডেন্ট, তখন আমাদের আর ফাঁসির ভয় কী!' কথাটা শুনে আব্রাহাম লিঙ্কন হয়তো সেই পরিচিত মৃদু হাসিটিই হেসেছিলেন। চার বছরের ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ তখন শেষের পথে। উত্তর জিতেছে, দক্ষিণ হার মানছে। বিজয়ীর হাতে ক্ষমতা, পরাজিতের মনে আতঙ্ক। ইতিহাসের নিয়মই যেন এমনযুদ্ধে হারলে শাস্তি আসবে, প্রতিশোধ আসবে। কিন্তু লিঙ্কন সেই সহজ নিয়মে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর কাছে যুদ্ধের শেষে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিলএবার এই ভাঙা দেশটাকে জোড়া যাবে কী করে?

দক্ষিণের সেনাপতি রবার্ট ই. লি আত্মসমর্পণ করলেন। অনেকে চেয়েছিলেন বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দিতে। লিঙ্কন তা চাননি। তাঁর মনে হয়েছিল, চার বছরের যুদ্ধ যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছে। আর নয়। তাই আত্মসমর্পণের সময় অপমানের বোঝা চাপানো হলো না। সৈন্যরা নিজেদের ঘোড়া নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারল, তাদের ব্যক্তিগত তরবারিও কেড়ে নেওয়া হলো না। লিঙ্কন বুঝতেন, বন্দুক নামিয়ে রাখা মানুষকে যদি আবার অপমান করা হয়, তবে শান্তি শুধু কাগজে থাকবে। এর কিছুদিন পর তিনি পৌঁছলেন রিচমন্ডেদক্ষিণের বিদ্রোহী সরকারের রাজধানীতে। সঙ্গে ছোট ছেলে ট্যাড। কোনও রাজকীয় শোভাযাত্রা নয়, কোনও বিজয়ীর দম্ভও নয়। নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কয়েকজন তাঁকে চিনে ফেলল। তারপর যেন খবর ছড়িয়ে পড়ল শহরময়লিঙ্কন এসেছেন!

দাসত্বের দীর্ঘ অন্ধকার পেরিয়ে আসা মানুষগুলি তাঁকে ঘিরে ধরল। কেউ হাত বাড়িয়ে দিল, কেউ কাঁদল, কেউ শুধু বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল। তাঁদের কাছে এই মানুষটি কেবল প্রেসিডেন্ট ননস্বাধীনতার এক মুখ। কেউ অভিযোগ করল, মুক্তি পেলেও সর্বত্র অত্যাচার থামেনি। লিঙ্কন মন দিয়ে শুনলেন। পরে তাঁদেরই একজন বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতি তাঁর সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেছেন, যেন দুজন সমান মানুষ। গায়ের রং নিয়ে একবারও যেন তাঁর মনে প্রশ্ন জাগেনি। সেই দৃশ্যের মধ্যে লিঙ্কনের আমেরিকার স্বপ্নটি লুকিয়ে ছিল।

রিচমন্ডে তিনি কনফেডারেট প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিসের প্রাসাদেও গিয়েছিলেন। যে শহর এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল, সেখানে লিঙ্কনের উপস্থিতি ছিল এক নীরব প্রতীকযুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবার ঘৃণারও শেষ হওয়া উচিত। কিন্তু স্বপ্ন চিরকাল অধরাই থাকে। অদৃষ্টের তেমনই নীতি-বিধান। ওয়াশিংটনে তখনও ঘৃণা ছাই চাপা আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছে। লিঙ্কনের চারপাশে ছিল আতঙ্ক, ষড়যন্ত্র, বিদ্বেষ। জন উইল্কস বুথ নামে এক জনপ্রিয় অভিনেতা ক্রমশ লিঙ্কনের বিরুদ্ধে উন্মত্ত হয়ে উঠছিল। দক্ষিণের পরাজয় সে মেনে নিতে পারেনি। অন্যদিকে লিঙ্কন নিজেও যেন অদ্ভুত এক অশুভ অনুভূতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। একবার পোটোম্যাক নদী দিয়ে জাহাজে যাওয়ার সময় তিনি সহযাত্রীদের শেক্সপিয়র পড়ে শোনাচ্ছিলেন। তাঁর প্রিয় 'ম্যাকবেথ' থেকে সেই বিখ্যাত কয়েকটি লাইন 'Duncan is in his grave—After lifeós fitful fever he sleeps well'। জীবনের সমস্ত অস্থিরতা শেষে ডানকান এখন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। বিশ্বাসঘাতকতা তার কাজ শেষ করেছে, এরপর আর অস্ত্র, বিষ কিংবা শত্রু তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। লিঙ্কন লাইনগুলি পড়তে পড়তে থেমে গিয়েছিলেন। তারপর আবার পড়েছিলেন। যেন শব্দগুলির মধ্যে তিনি দেখেছিলেন অশনি-সংকেত। ধোঁয়ায় ঢাকা মায়াবী এক পরিবেশে চেনা পৃথিবীটাই বড্ড অচেনা ঠেকে প্রেসিডেন্টের চোখে। হোয়াইট হাউসের ঘরে ঘরে কান্না। তিনি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ঘুরছেন, খুঁজছেনমৃত্যু-ঘন্টা বাজল কার? অবশেষে এক শোকাকুল ঘরে একটি মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন 'কার মৃত্যু ঘটেছে?' 'প্রেসিডেন্ট। গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত।' দেখেছিলেন এক ভয়াবহ স্বপ্ন। স্বপ্নের কথা লিঙ্কন অন্যদেরও বলেছিলেন। প্রেসিডেন্ট! আমি? কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখলেন এক আশ্চর্য্য ঘটনা! মৃতদেহ হয়ে শায়িত তারই ডপ্লগ্যাংগার! ওমেন্স! মৃত্যুর আগে অশুভ ইঙ্গিত!

এল ১৪ এপ্রিল, ১৮৬৫। দিনটি ছিল যুদ্ধজয়ের আবহে আনন্দের ও উদযাপনের উ সুমটার দুর্গে জাতীয় পতাকা উড়েছে। চার বছর আগে যে পতাকা নামিয়ে নিতে হয়েছিল, আজ তা ফিরে এসেছে। সন্ধ্যায় লিঙ্কন ঠিক করলেন, নাটক দেখতে যাবেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি হাসেননি। চার বছরের যুদ্ধ, রাষ্ট্রের দায়িত্ব, দুই সন্তানের মৃত্যু, অসংখ্য ব্যক্তিগত বেদনাসব মিলিয়ে তাঁর জীবনে আনন্দের অবকাশ ছিল খুব কম। সেদিন তিনি গেলেন ফোর্ড থিয়েটারে। নাটকটির নাম Our American Cousin হাসির নাটক।

মঞ্চে অভিনেতারা সংলাপ বলছেন, দর্শক হাসছেন। প্রেসিডেন্টও নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্য নিজের সমস্ত দায় ভুলে সেই হাসির মধ্যে ডুবে যেতে চেয়েছিলেন। ঠিক তখনই এগিয়ে এল বুথ। একটি গুলির শব্দ। তারপর সবকিছু বদলে গেল। ছিটকে লাগে রক্ত সমাজতান্ত্রিক আমেরিকার বুকে। মহাদেশ ডুবে যায় পুঁজিবাদী স্বার্থান্বেষীদের মহাসাগরে। আহত লিঙ্কনকে থিয়েটার থেকে পাশের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। চিকিৎসকেরা চেষ্টা করলেন উ পরদিন, ১৫ এপ্রিল সকালে, আমেরিকার সেই রাষ্ট্রপতি মারা গেলেনযিনি যুদ্ধ জিতেও প্রতিশোধ চাননি।

শেষ যাত্রা! ওয়াশিংটন থেকে ট্রেন এগোল পশ্চিমের দিকে। ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক, ক্লিভল্যান্ড, শিকাগোপথের শহরগুলিতে মানুষ ভিড় করল শেষবারের মতো তাঁকে দেখার জন্য। শেষ পর্যন্ত তিনি ফিরে গেলেন ইলিনয়ের স্প্রিংফিল্ডে। সেই শহরে, যেখানে তিনি একদিন সাধারণ মানুষ হিসেবে পথ চলা শুরু করেছিলেন।

কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান পরে লিখলেন'O Captainœ My Captain!' কবিতায় একটি জাহাজ ঝড়ঝঞ্ঝা পেরিয়ে বন্দরে পৌঁছেছে। চারদিকে উল্লাস। ঘণ্টা বাজছে। মানুষ বিজয় উদ্যাপন করছে। কিন্তু জাহাজের ডেকে পড়ে আছেন অধিনায়কতিনি আর ওঠেন না। লিঙ্কনের জীবন যেন সেই কবিতারই বাস্তব রূপ। দেশ বেঁচে গেল। যুদ্ধ শেষ হলো। রাষ্ট্রের জাহাজ বন্দরে পৌঁছল। কিন্তু যে মানুষটি তাকে সেখানে পৌঁছে দিলেন, তিনি আর ফিরে এলেন না। তাই আব্রাহাম লিঙ্কনের গল্প শুধু এক রাষ্ট্রপতির হত্যার গল্প নয়। এটি এমন এক মানুষের গল্প, যিনি ক্ষমতার চূড়ায় দাঁড়িয়েও প্রতিশোধের বদলে ক্ষমা করেছিলেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

গ্র্যাভোয়েস ক্লাবের খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত। ছবি নিজস্ব

দ্রুত বদলে যাওয়া বিশ্বের জন্য মেঘালয়ের যুবসমাজকে প্রস্তুত করবে 'স্পার্ক': কনরাড সাংমা

শিলং, ২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির যুগে দায়িত্ব নেওয়া, উদ্দেশ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা, সমস্যার সঠিক কারণ চিহ্নিত করা এবং সমাধান খুঁজে বের করার মতো দক্ষতাই তরুণদের জন্য ভবিষ্যতেও গুরুত্বপূর্ণ থাকবে। মেঘালয়ের 'স্পার্ক' কর্মসূচির লক্ষ্য পড়ুয়াদের মধ্যে এই মৌলিক সক্ষমতাগুলি গড়ে তোলা। বুধবার এমনটাই জানালেন মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে. সাংমা।

'স্কুল প্রোগ্রামস ইন আর্টিকুলেশন, রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড কাইন্ডনেস'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ স্পার্ক। ২০২৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে এই কর্মসূচি শুরু হয়। রাজ্যের ১২টি জেলার ২৫টি সরকারি স্কুলের ৫,১৪৩ জন পড়ুয়াকে নিয়ে এর সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের সহায়তায় কর্মসূচিটি সম্প্রসারিত হয় এবং 'বেস্ট এনইপি প্র্যাকটিস' হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

তুরায় আয়োজিত স্পার্ক মেঘালয়-র জেলা প্রতিভা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তির পরিবর্তন যে গতিতে হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থা সেই গতিতে পরিবর্তিত হতে পারে না। তিনি বলেন, "শিক্ষা ব্যবস্থা খুব ধীরগতির। আজ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তার প্রভাব দেখা যেতে ১০ বছর লেগে যায়। কিন্তু বিশ্বে পরিবর্তন এক দশকের মধ্যেই ঘটে যায়। স্পার্ক-এর মতো কর্মসূচি আমাদের শিশুদের সম্ভাবনা উন্মোচন করতে এবং পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে।"

কনরাড সাংমা বলেন, প্রযুক্তি হয়তো অনেক রুটিন কাজের জায়গা নিতে পারে, কিন্তু সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও মানবিক সক্ষমতার প্রয়োজন কখনও শেষ হবে না। তাঁর কথায়, "প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং এটি চিরকাল প্রয়োজন হবে।"

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করেন, স্পার্ক উচ্চশিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন বা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের বিকল্প নয়। বরং এই কর্মসূচি তরুণদের এমন সক্ষমতা তৈরি করছে, যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে ওই সুযোগগুলির আরও ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারেন।

এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, স্পার্ক-এর মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ৫৩টি বেঞ্চমার্ক ক্যাম্পাসে ১২,০৭৮ জন পড়ুয়ার কাছে সরাসরি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৬,৫৯২ জন ছাত্রী এবং ৫,৪৮৬ জন ছাত্র। সব মিলিয়ে এই উদ্যোগের সুবিধা পেয়েছে ২০,০০০-এরও বেশি পড়ুয়া।

মুখ্যমন্ত্রী 'শিক্ষকদের জন্য স্পার্ক' কর্মসূচির কথাও তুলে ধরেন। এর আওতায় ২৮৭টি স্কুলের ৫২৬ জন শিক্ষক জেলা সদরগুলিতে ৩০ ঘণ্টার নিবিড় সেমি-রেসিডেনশিয়াল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।

নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে কনরাড সাংমা জানান, প্রকাশ্যে কথা বলার সময় তিনিও একসময় নার্ভাস হয়ে যেতেন এবং বর্তমানে তরুণদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস দেখা যায়, তা তাঁর সময়ে ছিল না। তিনি বলেন, "আমাদের সময় স্পার্ক-এর মতো প্রশিক্ষণ ও দিশা দেখানোর কোনও কর্মসূচি ছিল না।" পাশাপাশি টিম স্পার্ক এবং অ্যাভিনিউ-কে অভিনন্দন জানান তিনি।

রাজ্যের ক্রীড়া কর্মসূচির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, মেঘালয়ের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিভার কোনও অভাব নেই। এমনকি জুতো বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও কিছু শিশুকে বিশ্বের সেরা এক শতাংশ প্রতিভার মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কনরাড সাংমা বলেন, "পরিমাণ নয়, গুণমানই উৎপাদনশীলতা, উন্নয়ন এবং মেঘালয়কে আমরা কোথায় নিয়ে যাব, তা নির্ধারণ করবে।"তিনি জানান, দীর্ঘমেয়াদে স্পার্ক কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর মতে, আজ শিশুদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা হচ্ছে, আগামী কয়েক দশকে সেটিই মেঘালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে উঠবে।

'সস্তা ও লজ্জাজনক কাজ', এসসিও-র সম্পাদিত ছবি নিয়ে পাকিস্তানকে তোপ বিজেপি ও সমাজবাদী পার্টির

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর বৈঠকের একটি সম্পাদিত ছবি প্রকাশ করায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী দফতরকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি ও সমাজবাদী পার্টি। ছবিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ একাধিক রাষ্ট্রনেতাকে বাদ দেওয়ার ঘটনাকে 'সস্তা ও লজ্জাজনক কাজ' বলে কটাক্ষ করেছেন দুই দলের নেতারা।

বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, এ ধরনের কাজ আন্তর্জাতিক মহলে পাকিস্তানের ভাবমূর্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে। তিনি বলেন, "পাকিস্তানের মানুষ এ ধরনের জালিয়াতি ও কারচুপিতে অভ্যস্ত। সে কারণেই বিশ্বের কেউ তাদের বিশ্বাস করে না। প্রধানমন্ত্রী মোদির ছবি থাকল বা না থাকল, তাতে কোনও পার্থক্য হয় না। এতে তারা নিজেদের দেশের ভাবমূর্তিই নষ্ট করছে।"

সমাজবাদী পার্টির নেতা এসটি হাসানও পাকিস্তানের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেন। আইএএনএস-কে তিনি বলেন, "এটি অত্যন্ত সস্তা ও লজ্জাজনক কাজ। পাকিস্তানের এতটা নিচে নামা উচিত নয়। সবদিক থেকেই ভারত পাকিস্তানের থেকে অনেক এগিয়ে। তাদের একমাত্র কাজ সন্ত্রাসবাদ ছড়ানো এবং এর মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে।"

হাসান আরও বলেন, এসসিও সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের কোনও জবাব দিতে পারেনি পাকিস্তান। তাঁর কথায়, "আমাদের প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসবাদ নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, তার কোনও উত্তর তারা দিতে পারেনি এবং নীরব ছিল। কোনও জবাব না থাকায় হতাশা থেকেই তারা ছবিটি সম্পাদনা করেছে। এ ধরনের কাজের কোনও উদ্দেশ্য পূরণ হয় না, বরং এতে তাদেরই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তে হয়।"

মঙ্গলবার কিরগিজস্তানের বিশকেকে অনুষ্ঠিত এসসিও সম্মেলন ঘিরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একটি এক্স পোস্টকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়। পোস্টে এসসিও-র সদস্য দেশগুলির রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের একটি গ্রুপ ছবি প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ছবিটি দু'দিক থেকে কেটে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসউদ পেজেশকিয়ান-সহ কয়েকজন রাষ্ট্রনেতা বাদ পড়েন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দফতর পোস্টে লিখেছিল, "১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ কিরগিজস্তানের বিশকেকে এসসিও কাউন্সিল অব হেডস অব স্টেটস সম্মেলনে রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শাহবাজ শরিফের গ্রুপ ছবি।"

তবে ওই পোস্টের কয়েক ঘণ্টা পরেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ নিজেই সমস্ত রাষ্ট্রনেতাকে নিয়ে মূল ছবিটি প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ২০২৭ সালের জন্য পাকিস্তান এসসিও-র সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে। কিরগিজ প্রজাতন্ত্রকে সফলভাবে সম্মেলন আয়োজন এবং সংগঠন পরিচালনার জন্য অভিনন্দনও জানান তিনি। পাশাপাশি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তানের 'অপরিসীম আত্মত্যাগের' কথাও উল্লেখ করেন।

এদিকে, মঙ্গলবার এসসিও-র ২৬তম শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিম এশিয়ার সংঘাত আলোচনার মাধ্যমে এবং কূটনৈতিক পথে সমাধানের আহ্বান জানান। একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে গিয়ে দ্বৈত মানদণ্ড' পরিহারের আহ্বান জানান তিনি। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিতিতেই সন্ত্রাসবাদ নিয়ে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। আন্তর্জাতিক মঞ্চে, বিশেষ করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ভারতের প্রচেষ্টায় চিন প্রায়ই বিরোধিতা করে এসেছে।

বেঙ্গালুরুতে গ্রেফতার ৩১ বাংলাদেশি নাগরিককে ডিপোর্টেশনের জন্য বাংলায় আনা হল

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): বেঙ্গালুরুতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার হওয়া ৩১ জন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিককে পশ্চিমবঙ্গের মালদা জেলায় নিয়ে আসা হয়েছে। বুধবার পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মালদা জেলার একটি হোল্ডিং সেন্টারে আপাতত তাঁদের রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৈধ নথিপত্র না থাকায় কর্ণাটক পুলিশ ওই ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করে। তদন্তে উঠে এসেছে, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে কর্মসংস্থানের সন্ধানে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ।

প্রায় তিন মাস আগে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় এবং এরপর বেঙ্গালুরুর একটি ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছিল। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কর্ণাটক পুলিশের একটি দল তাঁদের মালদায় নিয়ে আসে।

মালদা জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার গভীর রাতে ৩১ জন আটক ব্যক্তিকে নিয়ে কর্ণাটক পুলিশের দল মালদা টাউন স্টেশনে পৌঁছয়। পরে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বাসে করে তাঁদের জেলার একটি হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে যায়।

বিশেষ নিরাপত্তার মধ্যে ট্রেনে বেঙ্গালুরু থেকে মালদায় আনা হয় ৩১ জনকে। তাঁদের সঙ্গে কর্ণাটক পুলিশের ২০ জন সদস্য ছিলেন। অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করতে কর্ণাটক পুলিশের বিশেষ অভিযানের পর এই গ্রেফতারি হয়। ৯ আগস্ট 'অপারেশন মুক্ত' নামে ওই অভিযান চালানো হয়েছিল। অভিযানে ২,৯৪৪ জনের নথিপত্র যাচাই করা হয়। তাঁদের মধ্যে ১০৫ জনকে সন্দেহভাজন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বেঙ্গালুরু থেকে ৩১ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৩১ জনকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে তাঁদের বিএসএফ-এর হাতে তুলে দেওয়া হবে। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে বিএসএফ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বারবার অবৈধ অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া এবং বৈধ নথি ছাড়া ভারতে প্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

চলতি বছরের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর সন্দেহভাজন অবৈধ বাংলাদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে নজরদারি ও পদক্ষেপ আরও জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় আটক ব্যক্তিদের সাময়িকভাবে রাখার জন্য হোল্ডিং সেন্টারও তৈরি করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতির কথা জানিয়েছেন। সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

জুবিন গার্গের মৃত্যু মামলা: ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে সাক্ষ্য দিলেন সিঙ্গাপুর-প্রবাসী অসমিয়া

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জনপ্রিয় গায়ক ও সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গার্গের মৃত্যু মামলায় বুধবার গুয়াহাটির বিশেষ ফাস্ট-ট্র্যাক আদালতে সাক্ষ্য দিলেন সিঙ্গাপুরে অসম অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত পরীক্ষিৎ শর্মা।

জুবিনের মৃত্যুর সময় ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে যে ইয়টে তিনি উপস্থিত ছিলেন, সেই ইয়টে থাকা অসম অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সদস্য হিসেবে পরীক্ষিৎ শর্মার সাক্ষ্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মামলার সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির হয়ে তিনি নিজের বক্তব্য রেকর্ড করান।

৫২ বছর বয়সি জুবিন গার্গ ২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরের লাজারাস আইল্যান্ডের কাছে একটি ইয়ট ভ্রমণের সময় সাঁতার কাটতে সমুদ্রে নামার পর ডুবে মারা যান। 'নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল'-এর চতুর্থ সংস্করণে যোগ দিতে তিনি সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন।

জুবিনের মৃত্যুতে অসমজুড়ে শোক ও প্রতিবাদের ঢেউ ওঠে। এরপর একাধিক পুলিশ অভিযোগ দায়ের হয় এবং অসম পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বিস্তারিত তদন্ত শুরু করে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দায়ের হওয়া ৬০টিরও বেশি এফআইআর পরে একত্রিত করে সিআইডির কাছে হস্তান্তর করা হয়। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এসআইটি চার্জশিট পেশ করে। সেখানে মোট সাতজনকে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁদের মধ্যে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, ব্যান্ডের সদস্য শেখর জ্যোতি গোস্বামী এবং গায়িকা অমৃতপ্রভা মহন্তের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

অন্য তিন অভিযুক্ত হলেন জুবিনের খুড়তুতো ভাই সন্দীপন গার্গ এবং তাঁর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী নন্দেশ্বর বোরা ও প্রবীণ বৈশ্য।

চলতি বছরের মার্চে গুয়াহাটি হাইকোর্ট মামলাটির দৈনন্দিন শুনানির জন্য একটি বিশেষ ফাস্ট-ট্র্যাক সেশনস কোর্ট গঠন করে। মে মাসে সাত অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন করা হয়। এরপর মামলার বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়।

৮ জুন থেকে সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে মামলার বিচার শুরু হয় এবং প্রতিদিনই শুনানি চলছে। এরই মধ্যে চলতি বছরের মার্চে সিঙ্গাপুরের কোরোনারস কোর্ট জানিয়েছিল, জুবিনের মৃত্যু জলে ডুবে যাওয়ার কারণে হয়েছে এবং সিঙ্গাপুরে তাঁর মৃত্যুতে কোনও ষড়যন্ত্র বা অপরাধমূলক ভূমিকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তবে ভারতে চলা মামলায় জুবিনের মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত বৃহত্তর পরিস্থিতি ও অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ১৪ আগস্ট পর্যন্ত মামলায় তালিকাভুক্ত ৩৯৪ জন সাক্ষীর মধ্যে ৯৪ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে বাদীপক্ষ। এখনও সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক বেশ কয়েকজন সাক্ষীর আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা রয়েছে।

মামলাটির বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার জন্য সুপ্রিম কোর্টও অসম সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে ইয়টে সরাসরি উপস্থিত থাকা পরীক্ষিৎ শর্মার আদালতে সাক্ষ্যদানকে মামলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। তাঁর জবানবন্দিতে কী তথ্য উঠে এসেছে এবং আদালতে তাঁকে কী কী প্রশ্ন করা হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি।

১৫ দিনের মধ্যে এনওসি প্রক্রিয়া সহজ ও স্বয়ংক্রিয় করার নির্দেশ রাম মোহন নাইডুর

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসামরিক বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' আরও সহজ করতে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ঝামেলামুক্ত, স্বচ্ছ, স্বয়ংক্রিয় ও সময়সীমাবদ্ধ করার ওপর জোর দিলেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রাম মোহন নাইডু। তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এনওসি প্রক্রিয়া সরলীকরণ, স্বয়ংক্রিয়করণ ও বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার নয়াদিল্লিতে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক এবং এয়ারপোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (এএআই) শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে এই নির্দেশ দেন মন্ত্রী। বৈঠকে সাধারণ মানুষ, বিভিন্ন সংস্থা, নির্মাণকারী এবং শিল্পক্ষেত্রের জন্য এনওসি প্রাপ্তির প্রক্রিয়া আরও সহজ করার পাশাপাশি বিমান নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাগুলি যথাযথভাবে বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়।

রাম মোহন নাইডু সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের এনওসি প্রদানের প্রক্রিয়া কীভাবে আরও সরল, স্বয়ংক্রিয় ও বিকেন্দ্রীভূত করা যায়, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। পুরো প্রক্রিয়ায় ম্যানুয়াল হস্তক্ষেপ যতটা সম্ভব কমানোর ওপরও জোর দেওয়া হয়।

বৈঠকে আবেদনকারীদের প্রাথমিক পর্যায়েই নির্মাণের অনুমোদিত বা নির্ধারিত উচ্চতা জানিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও পর্যালোচনা করা হয়। বিশেষ করে দিল্লি, মুম্বই ও হায়দরাবাদের মতো বড় মহানগরগুলিতে এই ব্যবস্থা চালু করা গেলে আবেদনকারী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি শুরু থেকেই নির্ধারিত উচ্চতা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অনুযায়ী নির্মাণ পরিকল্পনা করতে পারবেন।

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত সংস্কারের মূল লক্ষ্য হল প্রস্তাবগুলির দ্রুত ও সময়বদ্ধ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য এবং অনুমোদিত নির্মাণ উচ্চতার বিবরণ ওয়েবসাইট-সহ জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত মাধ্যমে স্বচ্ছভাবে প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে কোনওভাবেই বিমান নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করা হবে না।

বৈঠকে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম (এনওসিএএস)-এর বর্তমান ভৌগোলিক আওতাও পর্যালোচনা করা হয়। বর্তমানে ভিজ্যুয়াল ফ্লাইট রুলস (ভিএফআর) পরিচালনার ক্ষেত্রে ২০ কিলোমিটার এবং ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্লাইট রুলস (আইএফআর)-এর ক্ষেত্রে ৫৬ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে এনওসিএএস প্রযোজ্য।

এছাড়া যেখানে সম্ভব, সেখানেই আরবান লোকাল বডি (ইউএলবি) স্তরে এনওসি দেওয়ার সম্ভাবনাও বৈঠকে খতিয়ে দেখা হয়। এর ফলে ব্যক্তি ও শিল্প সংস্থাগুলিকে সরাসরি এএআই-এর কাছে গিয়ে এনওসি নেওয়ার প্রয়োজন কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত-সেশেলসের সংসদীয় সম্পর্ক আরও মজবুত করার ওপর জোর

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও সেশেলসের মধ্যে সংসদীয় আদান-প্রদান ও সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বুধবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা সেশেলসের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির স্পিকার আজারেল এরনেস্তা এবং সফররত সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল পার্লামেন্ট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়।বৈঠকের পর এক্স-এ দেওয়া পোস্টে ওম বিড়লা বলেন, ভারত ও সেশেলসের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দুই দেশের মধ্যে সংসদীয় আদান-প্রদান আরও গভীর করার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, সেশেলসের স্বাধীনতার ৫০ বছর এবং ভারত-সেশেলস কূটনৈতিক সম্পর্কেরও ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে দুই দেশ গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের 'ভিশন মহাসাগর' এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সেশেলস একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বলে উল্লেখ করেন তিনি।ওম বিড়লা আশা প্রকাশ করেন, দুই দেশের মধ্যে ধারাবাহিক সংসদীয় যোগাযোগ ভারত-সেশেলস অংশীদারিত্বে নতুন গতি আনবে এবং দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করবে।উল্লেখ্য, জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেশেলসের প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক হারমিনির আমন্ত্রণে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সেশেলস যান। ২০১৫ সালের পর সেটিই ছিল সেশেলসে প্রধানমন্ত্রী মোদির প্রথম সফর। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট হারমিনি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ভারত সফর করেছিলেন।সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদি প্রেসিডেন্ট হারমিনির সঙ্গে বৈঠক করেন এবং সেশেলসের জাতীয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন। তিনি ভিক্টোরিয়ার পিস পার্কে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানান এবং ভিক্টোরিয়ার অরুলমিগু নবশক্তি বিনায়ক মন্দিরেও প্রার্থনা করেন।পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে নেতৃত্বের স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সেশেলসের সর্বোচ্চ সম্মান 'গার্ডিয়ান অব দ্য ব্লু হরাইজন' প্রদান করা হয়। টেকসই উন্নয়ন এবং সবুজ অর্থনীতির প্রসারে তাঁর দীর্ঘদিনের উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান দেওয়া হয়।

সেশেলসে ভারতীয় হাইকমিশনের বিবৃতি অনুযায়ী, ঐতিহাসিক যোগাযোগ এবং সেশেলসের নিরাপত্তা ও উন্নয়নে ভারতের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার ওপর ভিত্তি করে দুই দেশের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ভারত ও সেশেলসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বিদ্যমান।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ইসকনের সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বাউল ও মন পাখি

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

বাউলরা একতারার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কি রকম একটা মনকে মাতিয়ে তুলে রাখে। বাউলের একতারার সুরের মূর্ছনায়, রাঙ্গামাটির সোঁদা গন্ধে মন পাখি কিরকম উদাসী ছন্দে ভেসে বেড়ায়। আচ্ছা প্রেম কি কেবল মানব-মানবীর মধ্যে হয় ? প্রেম তো গাছপালা পশুপাখি নদী সমুদ্রের ঢেউ প্রকৃতির সান্নিধ্য জনঅরণ্য নিবিড়তার সঙ্গেও হয়। আবার প্রেম হয় বাউলের সঙ্গে একতারার সুরের, রাঙ্গামাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে আর ধুলি মাখা পথের সঙ্গে। মানুষের ''মন'' নামক পাখিটি বড়ই চঞ্চল, সে কখন এক ডাল থেকে অন্য ডালে এ তো কখনো আবার আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। পাখি যে রূপ ডানা মেলে এদিক সেদিক শান্তির খোঁজে ঘুরে বেড়ায় মন পাখিও সেরূপ শান্তির খোঁজে ধরা দেয় বাউলের মুক্ত মনমঞ্চে। বাউলরা মূলত সুফিবাদ ও বৈষ্ণব সহজের মিশ্র তত্ত্বে গঠিত একদল সাধক। তারা মূলত মানব প্রেমে বিশ্বাসী। যারা ধর্ম বর্ণের উর্ধ্বে উঠে তারা মানবরূপী পাখিকেই সহজেই বশ করতে জানে। প্রেম হলে কাম হবে কাম হলে প্রেম হবে না, সেই মূর্ছনার সুর সহজেই বাউলদের সুরের ধ্বনিতে বেজে ওঠে। বাউলরা ভাব সাধনায় নিমজ্জিত থাকে কল্পনার সুদূর পিয়াসী চিন্তাধারা তাদের ''খাঁচার ভিতর অচিন পাখিকে'' আকাশের সাতরঙা রামধনুর ছটা স্বরূপ উড়িয়ে নিয়ে ধরা দেয় প্রেয়সীর কাছে। পাখি আগেকার দিনে রাজ আমলে পত্রবাহকের ভূমিকা পালন করত। সুর বাধার সঙ্গে সঙ্গে বাউলের মন পাখিও আকাশ বাতাসসমহুহু করে। কখন মধুর মুহূর্ত আসবে যেখানে প্রেম কাম মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে। ও মন পাখি, ও মন পাখি যা না রে একটু খবর নিয়ে আয়, আমার প্রেয়সীর। সে ঠিক মত খেয়েছে কি না, চুল বেঁধেছে কি না ! আজ দুপুরে লাউ-বড়ির তরকারি রান্না করল কি না ? আজ যে তাকে এক ঝলক দেখতে বড় ইচ্ছা করছে। মন পাখি তাকে গিয়ে এই খবরটা দিয়ে আয়, যে আজ পূর্ণিমার আলোকরশ্মির আকাশে চাঁদ উঠলেই যেন কোপাইয়ের ধারে অভিসারে আসে সে, মৃদু মন্দ বাতাস নদীর নীরবতা যেন আমাদের মিলনের সাক্ষী হয়ে থাকে। যা না রে মন পাখি যা, সঙ্গে সঙ্গে একতারা বেজে ওঠে। জনসমাগমে ভরে যায় এলাকা, বলতে থাকে, মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে!

ডিহাইড্রেশন হলে প্রভাব পড়তে পারে মস্তিষ্কেও

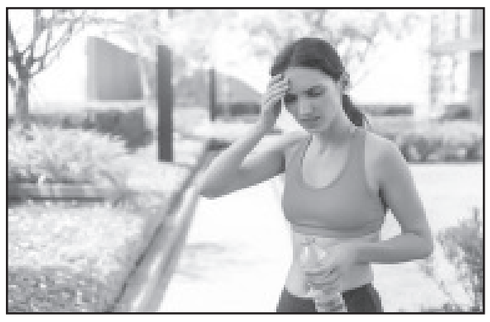

জল শুধু তৃষ্ণা মেটায় না, শরীরের প্রায় প্রতিটি কোষ, টিস্যু ও অঙ্গের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শরীরে পর্যাপ্ত তরল থাকলে কোষে প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছনো, অস্থিসন্ধিকে সচল রাখা, ঘামের মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং কিডনি ও লিভারের মতো অঙ্গকে বর্জ্য পদার্থ বের করতে সাহায্য করা সবই ঠিক ভাবে হয়। প্রতিদিন ঘাম ও প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে যে পরিমাণ জল বেরিয়ে যায়, তার তুলনায় কম জল গ্রহণ করলে তাই ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা তৈরি হয়। চিকিৎসকদের মতে, শরীরের মোট তরলের মাত্র ১-২ শতাংশ তরল কমে গেলেও তার প্রভাব শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে পড়তে পারে। জলশূন্যতায় শরীরের কোন কোন অঙ্গ প্রভাবিত হয়?

মস্তিষ্ক ও মানসিক কর্মক্ষমতা

মানুষের মস্তিষ্কের প্রায় ৮০ শতাংশই জল দিয়ে তৈরি। তাই শরীরে সামান্য জল কমে গেলেও নিউরোট্রান্সমিটার তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। মস্তিষ্কের টিস্যুতে রক্তপ্রবাহ কমে যেতে পারে। ফলে মাথাব্যথা, মনঃসংযোগের সমস্যা, স্বল্পমেয়াদি স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়া এবং মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হৃদযন্ত্র ও রক্তসঞ্চালনে প্রভাব

শরীরে তরলের পরিমাণ কমলে রক্তের পরিমাণও কমে যায় এবং রক্ত তুলনামূলক ঘন হয়ে পড়ে। ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে পেশিতে অক্সিজেন পৌঁছে দিতে হৃদযন্ত্রকে বেশি পরিশ্রম করতে হয়। হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে পারে, সহজেই ক্লান্তি আসতে পারে এবং দৈনন্দিন কাজেও শারীরিক সহনশক্তি কমে যেতে পারে।

হজমশক্তি ও বিপাকক্রিয়া

খাবারকে পরিপাকতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সহজে এগিয়ে নিয়ে যেতে পর্যাপ্ত জল প্রয়োজন। জল কম খেলে বৃহদান্ত্র মল থেকে অতিরিক্ত জল শোষণ করে নেয়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা ও বদহজমের সমস্যা হতে পারে। ডিহাইড্রেশন বিপাকের গতিও ধীর করে দিতে পারে। অনেক সময় তৃষ্ণাকে ভুল করে খিদে বলেও মনে হয়। ফলে শরীরের প্রয়োজন জল হলেও মিষ্টি বা চিনিযুক্ত খাবারের প্রতি আকর্ষণ বাড়তে পারে।

কিডনি ও মূত্রনালিতে প্রভাব

রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ছেঁকে বের করার ক্ষেত্রে কিডনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পর্যাপ্ত জল না পেলে এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। প্রস্রাব গাঢ় ও তীব্র গন্ধযুক্ত হয়ে যেতে পারে। এতে মূত্রনালির সংক্রমণ এবং পরবর্তীতে কিডনিতে পাথর তৈরির ঝুঁকি বাড়তে পারে। ত্বক ও অস্থিসন্ধি ডিহাইড্রেশনের ফলে ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে যেতে পারে, ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় এবং বলিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। পাশাপাশি অস্থিসন্ধির তরুণাস্থিতে প্রচুর জল থাকে। দীর্ঘদিন শরীরে জলের ঘাটতি থাকলে অস্থিসন্ধির স্বাভাবিক কুশনিং কমে গিয়ে নড়াচড়ার সময় শক্তভাব ও অস্বস্তি দেখা দিতে পারে। কী ভাবে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখবেন? শুধু তেষ্টা পেলেই জল খাওয়ার বদলে সারা দিন নিয়ম করে জল পান করার অভ্যাস করুন। প্রস্রাবের রং যদি সাদা হয় তা হলে নিশ্চিন্ত। তবে প্রস্রাব যদি গাঢ় হলুদ বা অ্যাম্বার রঙের হয় তা হলে তরল গ্রহণ বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। শসা, তরমুজ, টমেটো ও কমলালেবুর মতো জলসমৃদ্ধ ফল-সব্জি খাবারের তালিকায় রাখুন। ঘুম থেকে উঠে, প্রতিটি প্রধান খাবারের আগে এবং শরীরচর্চার আগে এক গ্লাস জল পান করার অভ্যাসও তৈরি করতে পারেন। মনে রাখবেন, দিনে অন্তত ৩.৫ - ৪ লিটার জল পানের অভ্যাস শরীরের জন্য ভালো।

বর্ষায় কোন কোন রোগের প্রকোপ বাচ্চাদের মধ্যে বেশি?

বর্ষা চলছে, আর খুদে জ্বর-সর্দিতে ভুগবে না এমনটা হয় না। প্রতিটা বাড়িতেই এই একই সমস্যা চলছে। প্রতিবার ঋতু পরিবর্তনের সময়ে বাচ্চারা ভোগে নানা সমস্যায়। কিন্তু কোন রোগের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি এবং কী ভাবে সেই সব সমস্যা এড়াবেন, জানেন?

ঋতু পরবরতনের সময়ে কোন কোন রোগের ঝুঁকি বাড়ে?

বাচ্চারা সবচেয়ে বেশি সর্দি-কাশিতে ভোগে। বৃষ্টিতে না ভিজলেও এই মরশুমে তারা জ্বর ভুগবেই। আসলে এই মরশুমে কিছু ব্যাকটেরিয়া খুব সক্রিয় হয়ে যায়। ইমিউনিটি দুর্বল থাকলে, সহজেই আক্রান্ত হয় ভাইরাস গঠিত রোগে। এই মরশুমে বাচ্চারা পেটের সংক্রমণেও ভোগে। দূষিত জল থেকে হেপাটাইটিস, টাইফয়েড, জন্ডিস, পেট খারাপের মতো সমস্যা দেখা দেয়। এ ছাড়া মশার আনাগোনা বাড়ায়, ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়ার প্রকোপও দেখা দেয়। কী ভাবে সুরক্ষিত রাখবেন খুদেকে? এই মরশুমে সুরক্ষিত থাকতে মাস্ক ব্যবহার করুন। বাড়িতে যদি কারও সর্দি-কাশি হয়, তা হলে বাচ্চার কাছে যাওয়া উচিত নয়। বাচ্চার মধ্যে হাত ধুয়ে খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। স্কুল বা বাইরে থেকে ফিরেও হাত-পা ধোয়ার অভ্যাস তার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। বর্ষায় বাইরে খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। বাচ্চার পেটের সমস্যা থাকলে জল ফুটিয়ে খাওয়ানো দরকার। ডেঙ্গি এড়াতে মশারি খাঁটিয়ে ঘুমোনোর অভ্যাস করুন। আর বাড়ির চারপাশে কোথাও জল জমতে দেবেন না।

কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন?

জ্বর যদি ৩-৪ দিনের পরেও না কমে, তখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াবেন না। পেট খারাপ হলে, শরীর ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেলে একবার ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অনেক সময়ে হেপাটাইটিস, টাইফয়েড বা জন্ডিস হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই ভালো। ১. বর্ষায় শিশুদের কোন কোন রোগের ঝুঁকি বাড়ে? সর্দি-কাশি, জ্বর, পেটের সংক্রমণ এবং মশাবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। ২. বর্ষায় শিশুকে পেটের সংক্রমণ থেকে কী ভাবে বাঁচাবেন? পরিষ্কার ও নিরাপদ জল পান করানো এবং বাইরে অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলা জরুরি। ৩. শিশুকে মশাবাহিত রোগ থেকে সুরক্ষিত রাখবেন কী ভাবে? মশারি ব্যবহার করুন এবং বাড়ির আশপাশে জল জমতে দেবেন না। ৪. শিশুর জ্বর কত দিন থাকলে ডাক্তারের কাছে যাবেন? জ্বর কয়েক দিন ধরে না কমলে বা শিশুর অবস্থা খারাপ হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ৫. শিশুর পেট খারাপ ও ডিহাইড্রেশন হলে কী করবেন? পর্যাপ্ত তরল দিন এবং ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

টিস্যু পেপার, ন্যাপকিন বা পেপার টাওয়েল কোনটি ব্যবহার করবেন চশমার জন্য

ঘাম, ধুলোবালি, নোংরা জমে রোজের ব্যবহারের চশমাতে। এই জিনিসটি চোখে না থাকলে এক পা ফেলতেও অসুবিধা হয় অনেকের। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও চশমা নিয়মিত পরিষ্কার করার কথা মাথায় থাকে না। যখন দৃষ্টি একেবারে ঝাপসা হয়ে যায়, তখন হয়তো দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন। পেশাদার কর্মীরা চশমা পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে বিশেষ এক ধরনের সলিউশন ব্যবহার করেন। কিন্তু বাড়িতে তো এই ধরনের চিকিৎসকরা বলছেন, চশমা বিষয়টা চোখের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এটিকে নিয়ে অবহেলা করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখন আবার পাওয়ার দেওয়া চশমার কাচে কিংবা সানগ্লাসে অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ কোটিং থাকে, যা আলোর প্রতিফলন কমিয়ে চোখে স্পষ্ট ভিশন দেয়। এই কোটিং অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যে কোনও সলিউশন দিয়ে চশমা মুছলে কাচে চিরস্থায়ী আঁচড় পড়ে যেতে পারে। তখন চশমা বদলে ফেলা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না। চশমা ধোয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন জিনিস ব্যবহার করবেন না? ১. ভিনিগার বা লেবুর রস— অনেক সময় ইন্টারনেটে ভিনিগার বা লেবুর রসকে 'প্রাকৃতিক ক্লিনার' হিসেবে ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে এই ধরনের অ্যাসিডিক উপাদানের তীব্রতা চশমার অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ কোটিং চিরতরে নষ্ট করে দিতে পারে। ২. টিস্যু পেপার, ন্যাপকিন বা পেপার টাওয়েল— চোখে সাধারণ কাগজ বা টিস্যু নরম মনে হলেও এগুলো আসলে ফাইবার দিয়ে তৈরি। গ্লাসের উপর জমে থাকা ধুলোবালি টিস্যু দিয়ে মুছলে এই সূক্ষ্ম ফাইবার কন্ট্যাক্ট স্ক্র্যাচ তৈরি করে, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কাচ আরও ঝাপসা করে তোলে।

৩. জামা কাপড়ের টুকরো— চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। অথচ, হাতের কাছে এমন কিছুই নেই যেটা দিয়ে কাচটা মুছে নেওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগেরই মুশকিল আসান হলো দেহে পরে থাকা বস্ত্রটি। শাড়ির আঁচল থেকে শার্টের হাতা চশমার কাচ মোছার জন্য একেবারে আদর্শ। কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন, পোশাকে অদৃশ্য ধুলোবালি জমে থাকে। শুকনো অবস্থায় জামা দিয়ে চশমা মুছলে সেই ধুলোর কণাগুলো গ্লাসে ঘষে গিয়ে কোটিং নষ্ট করে দেয়। তা ছাড়া পোশাকের ফাইবারের ঘর্ষণেও কাচ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ৪. কাচ পরিষ্কার করার স্প্রে, অ্যামোনিয়া বা অ্যালকোহল— জানালার কাচ বা আয়না পরিষ্কারের স্প্রে-র মধ্যে অ্যামোনিয়া বা অ্যালকোহল থাকে। এগুলো চশমার গ্লাসের বিশেষ প্রলেপ দ্রুত পাতলা করে দেয়। সানগ্লাসের উপর ব্যবহৃত পোলারাইজড ফিল্মও অ্যালকোহলের সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। ৫. ফুটন্ত গরমজল— অনেকেরই ধারণা, উষ্ণ জল দিয়ে পরিষ্কার করলে কাচ ঝকঝক করবে। সে কথা পুরোপুরি ঠিক নয়। অতিরিক্ত তাপে চশমার কোটিং তো বটেই, সঙ্গে ফ্রেমের আঁটসাট ভাবটাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ডায়াবিটিস কি পুরুষ ও মহিলার শরীরে একই ভাবে প্রভাব ফেলে?

ডায়াবিটিসের সমস্যা আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে। অনিয়মিত জীবন যাপন, টেনশন, অস্বাস্থ্যকর খাওয়া দাওয়া রক্তে শর্করার মাত্রাকে বাড়িয়ে বা কমইয়ে দেয়। সেখানেই বাঁধে গোলমাল। কিন্তু এই রোগের প্রভাব নারী ও পুরুষের শরীরে এক রকম নয়। হরমোন, শারীরিক গঠন, জিনগত বৈশিষ্ট্যের মতো নানা কারণে ডায়াবিটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই রোগের প্রভাবে জটিল চিকিৎসায় প্রভাব পড়তে পারে।

মহিলা ও পুরুষের ক্ষেত্রে ডায়াবিটিসের প্রভাব কী রকম?

হরমোনের মাত্রা, শরীরের গঠন, জিনগত বৈশিষ্ট্য এবং হৃদরোগের ঝুঁকির মতো বিষয়গুলির পার্থক্যের কারণে মহিলা ও পুরুষের ক্ষেত্রে ডায়াবিটিসের প্রভাবও আলাদা হতে পারে। মহিলাদের হৃদরোগ, অবসাদ বা বিষণ্ণতা এবং কিছু অন্যান্য জটিলতার ঝুঁকি বেশি হতে পারে। আবার পুরুষদের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা তুলনামূলক কম বয়সেই দেখা দিতে পারে। পুরুষদের কেন আরও নজরদারি প্রয়োজন? ডায়াবিটিসে আক্রান্ত পুরুষদের হৃদযন্ত্র ও কিডনির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের অস্বাভাবিক মাত্রা এবং অন্যান্য বিপাকীয় সমস্যা এই ঝুঁকি বাড়াতে পারে। কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পুরুষদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু জটিলতা তুলনামূলক আগেই দেখা দিতে পারে। তাই নিয়মিত রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল পরীক্ষা, কিডনির পরীক্ষা, প্রস্রাব পরীক্ষা এবং হৃদরোগের ঝুঁকি আছে কি না, তা নরে রাখা প্রয়োজন।

মহিলাদের ক্ষেত্রে ডায়াবিটিস ও মানসিক স্বাস্থ্যের যোগ ডায়াবিটিস এবং মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। দীর্ঘদিন কোনও রোগের সঙ্গে বসবাস করলে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা বাড়তে পারে। আবার মানসিক অস্বস্তি ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণকেও কঠিন করে তুলতে পারে। চিকিৎসকের মতে, ডায়াবিটিসে আক্রান্ত মহিলাদের মধ্যে বিষণ্ণতা এবং রোগ-সংক্রান্ত মানসিক চাপের প্রবণতা বেশি হতে পারে। তাই নিয়মিত মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রয়োজনে কাউন্সেলিং করানো উচিত। টেনশনে কন্টোল করতে না পারলে, ডায়াবিটিসকে নিয়ন্ত্রণ করাও মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

হরমোনও গুরুত্বপূর্ণ

মহিলাদের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধি, গর্ভাবস্থা, ঋতুচক্র এবং মেনোপজের মতো হরমোনগত পরিবর্তন রক্তে গ্লুকোজের বিপাক এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে। পুরুষদের ক্ষেত্রেও বয়স ও হরমোনের পরিবর্তন বিপাকীয় কার্যকলাপ এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করলেই হবে না ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ মানে শুধু রক্তে শর্করার মাত্রা সঠিক রাখা নয়। হৃদযন্ত্র ও কিডনির স্বাস্থ্য, ওজন, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, মানসিক সুস্থতা, হরমোন বা প্রজনন-সংক্রান্ত বিষয়, জীবনযাপন এবং চিকিৎসায় ব্যক্তিভেদে শরীরের প্রতিক্রিয়াও বিবেচনায় রাখতে হবে।

ডায়াবিটিস রোগীদের ক্ষেত্রে নিয়মিত রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, কিডনির কার্যকারিতা, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন, চোখ ও পায়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পাশাপাশি গ্লুকোজ এবং HbA1c পর্যবেক্ষণও জরুরি। বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, হঠাৎ দৃষ্টির পরিবর্তন, শরীরের কোনও অংশে অস্বাভাবিক ফোলা, দুর্বলতা, পায়ে গুরুতর ক্ষত বা প্রস্রাবের ধরনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

বর্ষায় চালের ড্রামে ঘুরছে ছোট্ট পোকা, কী ভাবে তাড়াবেন?

দোকান বা বাজার থেকে পরিষ্কার চাল কিনে সযত্নে ড্রামে ভরে রেখেছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে হঠাৎ চাল বের করতে গিয়ে দেখলেন যে, ড্রামের মধ্যে থিক থিক করছে পোকা। এক এক করে পোকা বাছা সম্ভব নয়। আবার চালও ফেলে দেওয়া যাবে না। তা হলে কী করবেন?

চালে পোকা হয় কেন?

যদি দু'-একটা পোকাও কোনও ভাবে চালের কৌটো বা ড্রামে ঢুকে পড়ে, তখন সেখানেই তারা বংশবিস্তার করতে থাকে। এর নেপথ্যে দায়ী অতিরিক্ত আর্দ্রতা। অত্যধিক আর্দ্রতায় খাদ্যশস্যে পোকা জন্মায় এবং কয়েক মাস পর্যন্ত তারা দিব্যি বেঁচে থাকে। আর ঠিক এই কারণেই বর্ষাকালে চাল, ডালের মতো দানাশস্যে পোকার আধিক্য বাড়ে। কিন্তু চালের পোকা তাড়ানোর জন্য ছত্রাকনাশক বা ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করা যায় না। তা হলে উপায় কী? চালের কৌটো থেকে পোকা তাড়াবেন কী ভাবে?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড টেকনোলজি ও বায়ো-কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক প্রশান্ত বিশ্বাস বলেন, 'শুকনো খাবার থেকে পোকা তাড়ানোর জন্য ক্লোরিন ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, ধোয়ার পরেও ওই যৌগ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয় না। ওই খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। তাই এ ক্ষেত্রে মা-ঠাকুমাদের টোটকাই কাজে লাগাতে হবে।' কোন ঘরোয়া টোটকায় চাল থেকে পোকা তাড়াবেন?

শুকনো লঙ্কা: চাল-ডালের কৌটোতে কয়েকটা শুকনো লঙ্কা ফেলে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন প্রশান্ত বিশ্বাস। লঙ্কার ঝাঁঝে খাবারে পোকা ধরে না। শুধু বর্ষা নয়, সারা বছর এই টোটকা কাজে লাগালেই চাল-ডালে আর পোকা ধরবে না। নিমপাতা: প্রশান্তের কথায়, শুকনো লঙ্কার মতো নিমপাতাও পোকা তাড়াতে সিদ্ধহস্ত। নিমপাতার একটা শুকনো ডাল কৌটোর ভিতর রেখে দিলেই হবে। নিমপাতার গন্ধ পোকারা সহ্য করতে পারে না। আর কোন টোটকা কাজে লাগাতে পারেন? প্রশান্ত জানিয়েছেন, আগেকার দিনে নিমপাতা-শুকনো লঙ্কার মতো উপাদানের সাহায্যেই চাল থেকে পোকা তাড়ানো হতো। কিন্তু এখন অনেকের পক্ষে নিমপাতা জোগাড় করাই কঠিন হয়ে যায়। এই সব ক্ষেত্রে কাজে আসতে পারে সিলিকা জেল। প্রশান্তর মতে, 'আজকাল জুতোর বাক্সে, ব্যাগের ভিতর ছোট্ট কাগজে সিলিকা জেল মুড়ে রাখা থাকে। এই সিলিকা জেল খাবারের কৌটোতেও দিয়ে রাখা যায়। এগুলো একেবারে নিরাপদ।' সিলিকা জেল অতিরিক্ত আর্দ্রতা শুষে নেয়। এর জেরে খাবারে পোকা বা ফাঙ্গাস জন্মায় না। কোন কোন খাবারের কৌটোতে সিলিকা জেল রাখা যায়? অধ্যাপকের কথায়, 'যে কোনও শুকনো খাবারের কৌটোর ভিতরেই এই উপাদান রাখতে পারেন। যদি বিস্কুট বা স্ন্যাকস মিইয়ে যায়, সেই সব কৌটোতেও সিলিকা জেলের একটি ছোট্ট প্যাকেট রাখতে পারেন।' যদি কোনও কারণে সিলিকা জেলের প্যাকেট ভিজে যায়, সে ক্ষেত্রে দ্রুত তা বদলে ফেলতে হবে। তা হলেই মিলবে সমাধান। ১. চালে পোকা হয় কেন? ল দীর্ঘদিন বেশি আর্দ পরিবেশে থাকলে পোকার বংশবিস্তার সহজ হয়। বর্ষাকালে তাই পোকার উপদ্রব বাড়তে পারে। ২. চালে পোকা ধরলে কী করবেন? আক্রান্ত চাল আলাদা করে পরীক্ষা ও পরিষ্কার করে শুকনো, বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করা উচিত। পোকার উপদ্রব বেশি হলে চাল ফেলে দেওয়াই নিরাপদ। ৩. শুকনো লঙ্কা কি চালে পোকা আটকাতে পারে? শুকনো লঙ্কা প্রচলিত ঘরোয়া উপায় হিসেবে চাল-ডালে পোকার উপদ্রব কমাতে ব্যবহার করা হয়।

৪. নিমপাতা দিয়ে কি চালের পোকা দূরে রাখা যায়?

শুকনো নিমপাতার গন্ধ পোকার উপদ্রব কমাতে সহায়ক হতে পারে। তবে পাতাটি অবশ্যই শুকনো ও পরিষ্কার হতে হবে।

৫. চালের কৌটোতে সিলিকা জেল রাখা যায়? শুধু খাবারের জন্য উপযুক্ত/ ফুড-গ্রেড ডেসিক্যান্ট প্যাকেট ব্যবহার করা উচিত এবং প্যাকেট যেন কোনওভাবেই ছিঁড়ে বা খাবারের সঙ্গে মিশে না যায়। সাধারণ জুতোর বাক্সের সিলিকা জেল খাবারের সঙ্গে রাখা ঠিক নয়।

কী ভাবে পাবেন মসৃণ গ্লাস হেয়ার

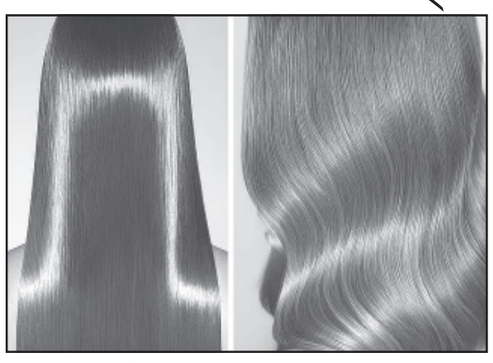

গ্লাস হেয়ার হলো বর্তমান সময়ের একটা জনপ্রিয় ও ট্রেন্ডি চুলের স্টাইল। এই স্টাইলের বিশেষত্ব কাচের মতো চকচকে, নিখুঁত এবং মসৃণ চুল পাওয়া। এই হেয়ার স্টাইলে চুল এতটাই সোজা, মসৃণ ও জটহীন রাখা সম্ভব হয় যে তাতে আয়নার মতো আলো প্রতিফলিত হয়। এতে চুলে কোনও উসকোখুসকো ভাব বা ফ্রিজি ভাব থাকে না। এটা দেখতে অত্যন্ত আধুনিক আর স্টাইলিশ। এই লুক পেতে চুল ভিতর থেকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও হাইড্রেটেড রাখতে হবে। খুব ভালো মানের শ্যাম্পু, সিরাম ও হিট প্রোটেক্টর ব্যবহার করে চুল সোজা ও চকচকে করতে হয় গ্লাস হেয়ার পেতে গেলে। গ্লাস হেয়ার বা কাচের মতো চকচকে ও মসৃণ চুল বজায় রাখা খুব একটা কঠিন নয়। সঠিক নিয়মে চুল ধোয়া ও কন্ডিশনিং করার প্রয়োজন এর জন্য। চুল আর্দ রাখতে সালফেট-মুক্ত হাইড্রেটিং শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ভালো হেয়ার মাস্ক বা ডিপ কন্ডিশনার লাগানোর চেষ্টা করুন। চুল ধোয়ার একদম শেষে ঠান্ডা জল ব্যবহার করুন, এতে চুলের কিউটিকল বন্ধ হয় এবং চকচকে ভাব বাড়ে। চুল সুস্থ থাকে। এ ছাড়াও চুল সোজা করার জন্য স্ট্রেটনার বা ব্লো-ড্রায়ার ব্যবহারের আগে অবশ্যই হিট প্রোটেক্ট্যার স্প্রে বা ক্রিম লাগান। চুল শুকোনোর পরে হালকা বা লাইটওয়েট শাইন সিরাম ব্যবহার করুন। এতে চুল কাচের মতো উজ্জ্বল দেখাবে এবং ফ্রিজি ভাব দূর করবে। ঘুমনোর সময়ে সুতির কাপড়ের বদলে সিল্ক বা স্যাটিনের বালিশের কভার ব্যবহার করুন। এতে চুলে ঘর্ষণ কম হবে, ফলে চুলে জট পরবে না এবং মসৃণ থাকবে। তবে চুলের ধরন অনুযায়ী যত্ন নিন। ভালো করে জেনে নিন আপনার চুলের জন্য কোন ধরনের ট্রিটমেন্ট আর কোন ধরনের শ্যাম্পু ভালো কাজ করবে। সেই মতো সিদ্ধান্ত নিন।

বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার নতুন উদ্যোগ, বাজারে 'নিউট্রিলাইট আয়ুর্বেদ'

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ নিল অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া। সংস্থার পক্ষ থেকে 'নিউট্রিলাইট আয়ুর্বেদ' নামে একটি নতুন পণ্যশ্রেণি বাজারে আনার ঘোষণা করা হয়েছে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর রজনীশ চোপড়া জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনটি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলেশন'কালামেঘা', 'শিগ্রু' বা মোরিঙ্গা এবং 'বৃক্ষামলা' বা গার্সিনিয়াবাজারে আনা হচ্ছে। সংস্থার দাবি, কালামেঘা যকৃতের স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে সহায়ক, শিগ্রু শরীরে অতিরিক্ত মেদ ও প্রদাহ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং বৃক্ষামলা বিপাকক্রিয়া ও পরিতৃপ্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।রজনীশ চোপড়া বলেন, এই পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত আয়ুর্বেদিক ভেষজ উপাদান জৈব পদ্ধতিতে চাষ করা হয় এবং নিউট্রিসার্ট-সার্টিফায়েড খামার থেকে দায়িত্বশীলভাবে সংগ্রহ করা হয়। এরপর তামিলনাড়ুতে সংস্থার নিজস্ব অত্যাধুনিক উৎপাদন কেন্দ্রে পণ্যগুলি তৈরি করা হচ্ছে।সংস্থার মতে, এই উদ্যোগের প্রভাব শুধু স্বাস্থ্য ও সুস্থতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কৃষি, ভেষজ সংগ্রহ, উৎপাদন, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং কর্মসংস্থানবিস্তৃত অর্থনৈতিক মূল্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।রজনীশ চোপড়া আরও জানান, আয়ুর্বেদের বিপুল সম্ভাবনার প্রতি আস্থা রেখেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে 'নিউট্রিলাইট আয়ুর্বেদ'কে ১০০ কোটি টাকার ব্যবসায় পরিণত করার লক্ষ্য নিয়েছে সংস্থা। নতুন তিনটি পণ্য আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে অ্যামওয়ের অনুমোদিত চ্যানেল, স্টোর এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যাবে।

কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা ও স্বাস্থ্য শিবির

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণের বার্তা দিল ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি অনার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের উদ্যোগে বোধজংনগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের উদ্যোগ ভবনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংগঠনের ১৩ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি আগামী দিনে সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মীদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কৃতী ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান। পড়াশোনায় ভালো ফলাফলের জন্য তাঁদের হাতে সম্মাননা তুলে দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করার এই উদ্যোগকে উপস্থিত সকলে প্রশংসা করেন।এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত মানুষের স্বাস্থ্য পরী। করা হয় এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রি অনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক পান গোপাল সাহা, লংতরাই গুড়া মাস্টারের কর্ণধার রতন বিশ্বাস, ত্রিপুরা মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুজিত রায়, ত্রিপুরা ইস্পাত শিল্পের কর্ণধার বিশাল সোলাঙ্কি সহ সংগঠনের অন্যান্য কর্মকর্তা, শিল্পপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।বক্তারা বলেন, রাজ্যের শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের কল্যাণের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। সেই লক্ষ্যেই আগামী দিনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে আরও বিভিন্ন কর্মসূচিগ্রহণ করা হবে। শিল্পোদ্যোগীদের পাশাপাশি কর্মীদের পরিবার এবং বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন সংগঠনের কর্মকর্তারা।

খোয়াইয়ে মনসামঙ্গল প্রতিযোগিতা

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: খোয়াই পুর পরিষদের উদ্যোগে বুধবার খোয়াই নতুন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো মনসামঙ্গল প্রতিযোগিতা। দুপুর ১২টা নাগাদ শুরু হয় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মনসামঙ্গলকে ঘিরে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশিস নাথ শর্মা, পুর পরিষদের কাউন্সিলর পীযূষ কান্তি চৌধুরী ও শঙ্কু পাল সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আসা শিল্পীরা মনসামঙ্গল পরিবেশন করেন। তাঁদের গান ও পরিবেশনায় নতুন টাউন হল প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে ওঠে।বাংলার লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা ঘিরে শিল্পী ও সংস্কৃতিপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

খোয়াইয়ে জন্মাষ্টমী উৎসব ও মেলা

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: অন্যান্য বছরের মতো এবারও খোয়াইয়ে যাদব মহাসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব ও মেলা। আসন্ন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উৎসব ও মেলার প্রস্তুতি এবং বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে বুধবার দুপুর ১২টা নাগাদ এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে যাদব মহাসভার খোয়াই শাখা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি সমীরণ ঘোষ, সম্পাদক রঞ্জিত গোপ, সহ-সভাপতি বাবুল ঘোষ এবং সদস্য প্রদীপ ঘোষ সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সভাপতি সমীরণ ঘোষ আসন্ন শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব ও মেলার বিভিন্ন কর্মসূচি, প্রস্তুতি এবং আয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

SOCIETY FOR MANAGEMENT OF CITY CENTRE AGARTALA

NO.F.701/Society/EOL/LED SCREEN/AMC/2026 /54013-14 Dated, the 2 Sept. 2026

Expression of Interest for Installation, Operation & Management of Digital Gaint Screen at the front prrtion of City Centre, Agartala

Society for Management of City Centre invites Expression of Interest (EOI) for financial offer to lease a space at the front portion of City Centre for installation, operation and management of Digital Advertisement Display Board (32rt X16ft) on yearly rental basis. The highest bidder will be awarded the work.""Initial allotment will be for 03(three) years. Further extension will be subject to satisfactory performance of the allottee. Allottee will be responsible for installation, operation and management of Digital Display Board. Electricity connection and monthly electric bill will be borne by the allottee. Allottee will execute the agreement within 07 (seven days of receiving the work order.

Anticipated Deadline for submitting EOI with supporting documents 15/09/2026, 3.00PM.

EOI DOCUMENTS MAY BE SUBMITTED DIRECTLY TO THE RECEIVE SECTION OF THE OFFICE OF THE MEMBER SECRETARY, SOCIETY FOR MANAGEMENT OF CITY CENTRE & MUNICIPAL COMMISSIONER, AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION. AGARTALA.

For any further Details and Terms please contact the Office of the Manager, Society for Management of City Centre, 3RD Floor, AMC Head Office. Agartala

Contact details for EOI

Member Secretary
Society for Management of City Centre
& Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation
2nd floor, Agartala
Agartala -799001,
Phone: (0381) 2383646

(SAJU VAHEED A, IAS)
Member Secretary
Society for Management of City Centre.
&
Municipal Commissioner,
Agartala Municipal Corporation

NOTIFICATION

Subject: Grievance Redressal Mechanism for Surface Water Extraction Permissions for Industrial/Commercial Uses in Tripura

This is to inform the general public, commercial entities, industrial project proponents, and infrastructure developers operating within the State of Tripura that all grievances, complaints, and queries related to Surface Water Extraction Permissions processed via the state's online portal https://pwdwrtripura.in/ and https://swaagat.tripura.gov.in/ will now be exclusively received, tracked, and redressed through the official State Public Grievance portals.

To ensure prompt resolution and seamless administrative monitoring, users may register their grievances through either of the following official channels:

1. Amar Sarkar Portal (https://aamarsarkar.tripura.gov.in/signin.php)
2. CM Helpline Portal (Toll-Free Helpline: 1905)

All concerned applicants and stakeholders are requested to utilize these dedicated platforms for submitting feedback, tracking resolution progress, or lodging formal complaints regarding surface water extraction procedures.

Deputy Secretary,
PWD (Water Resources),
Government of Tripura

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA: TRIPURA
Notice inviting e-tender.

PNIe-T- No: 11/EE/DIV-III/AMC/2026-27,Dated: 01-09-2026.

The Executive Engineer, PW DIV-ILL, AMC on behalf of Mayor, AMC invites e-Tenders from enlisted contractors/Firms/Agencies/Manufacturers/Bonafied-suppliers/Authorized Dealers of Tripura PWD/TTAADC in appropriate class and from the contractors registered in the appropriate class of MES, Railways, CPWD and other states PWD in PWD form-7 (seven) for the work

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at application	Class of Bidder
1	Construction of RCC Ward office for W-No 39 at AD Nagar AMC.2nd call DNIeTNo.20/EE/Div-III/AMC/2026-27.	43,17,882.00	86,358.00	120 Days	07/09/2026 at 15.00 Hrs	09/09/2026 16.00 Hrs	https://tripuratenders. gov.in	Appropriate Clas
2	Construction of RCC double. stories Ward office for ward No.45 AMC. DNIET No.26/EE/Div-III/AMC/2026-27.	43,28,703	86,574	120 Days				
3	Construction of R/wall H.O Surjala Debnath at Siddi Ashram Santa nagar under ward No 46 AMC. DNIET No.27/EE/Div-III/AMC/2026-27.	13,23,107	26,452	90 Days				
4	Construction of CC road paver block road R/wall st from the H.O bholanath Dey H.O Shubal Deb to H.O Rabindra Boul at Badharghat, under ward No.46, AMC. DNIET No.28/EE/Div-III/AMC/2026-27.	6,08,600	12,172	90 Days	08/09/2026 at 15.00 Hrs	09/09/2026 16.00 Hrs		
5	Construction of cover drain & CC road st from H.O Tarapada Hrishidas to H.O Nakul Hrishidas at Hrishi Das para No 05, under ward No.43, AMC DNIET No.29/EE/Div-IIIAMC/2026-27	9,49,274	18,985	90 Days				

The intending bidder must read the terms and conditions of CPWD-6 carefully. He should only submit his/her bid if he considers himself/herself eligible and he is in possession of all the documents required.

PNIET No.: 02/EE/SD/PWD(R&B)/AGT/2026-27 Dated, Agartala, the 1st September, 2026

The Executive Engineer, Stores Division, PWD(R &B), A. D. Nagar, Tripura West on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD/MES / Railway for the following work through e-procurement portal.

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Bid Fee	Time for Completion
1	DNIT No.01/EE/SD/PWD(R&B)/ DIV/AGT/2026-27	16,11,400.00	32,228.00	1000.00	120(One hundred and twenty) Days
2	DNIT No.02/EE/SD/PWD(R&B)/ DIV/AGT/2026-27	2,56,303.00	5,126.00	1000.00	90(Ninety) Days

1. LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING 08/09/2026 upto 3.00 P.M.
2. TIME AND DATE OF OPENING OF BID- 08.09.2026 at 3.30 P.M.

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-1830/26

S/d
Executive Engineer,
Stores Division, PWD (R&B)
Agartala, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/EE(PWD)/BLN/2026-27 DATED, 31-08-2026

The Executive Engineer, Belonia Division, PWD(R&B), Belonia, South Tripura District, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the eligible Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES/ Railway upto 3.00 P.M. on 08-09-2026 for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIeT No.99/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2026-27	1,45,58,372.06	2,91,167.00	270(Two hundred seventy) Days	Appropriate Class
2	DNIeT No.100/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2026-27	1,45,22,686.57	2,90,454.00	270(Two hundred seventy) Days	
3	DNIeT No.101/NIT/SE-III/R/ PWD(R&B)/2026-27	77,11,231.43	1,54,225.00	180(One hundred eighty) days	

- Last date and time for document downloading and bidding: Up to 03.00 PM on 08-09-2026
- Time and date of opening of technical bid: At 4.00 PM on 08-09-2026
- Cost of Tender document: *.4,000/- only.
- Document downloading and bidding at application: https://tripuratenders.gov.in
- For any enquiry, please contact by e-mail to: eepwdbln2006@gmail.com.

ICA/C-1835/26

(Er. Litan Debnath)
Executive Engineer,
Belonia Division, PWD(R&B)
Belonia, South Tripura

PNIe-T NO- 10/EE/DWS/AGT-II/2026-27 Dated-31/08/2026

The Executive Engineer, DWS Division, Agartala-II, PWD(DWS), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector eligible undertaking/Enterprise and Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl. No.	DNIe-T No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Bid Fee
1	DNIe-T No: 50/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2026-27	₹.9,70,577.00	₹.19,412.00	180 Days	₹. 1,000.00
2	DNIe-T No: 53/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2026-27	₹.9,69,992.00	₹.19,400.00	365 Days	₹. 1,000.00
3	DNIe-T No: 54/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2026-27	₹.2,69,550.00	₹.5,391.00	30 Days	₹ .1000.00
4	DNIe-T No: 55/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2026-27	₹.9,59,605.00	₹.19,192.00	90 Days	₹ .1000.00
5	DNIe-T No: 56/DNIe-T/EE/DWS/AGT-II/2026-27.	₹.9,68,663.00	₹.19,373.00	120 Days	₹. 1,000.00

Starting date and Time for Document Downloading and Bidding w-e-f-31/08/2026 at 18.00 hours.
Last date and Time for Document Downloading and Bidding- 08/09/2026 up to 15.00 hours.
Date and Time for Opening of Bid- 08/09/2026 on or after 15.30 hours..
This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in as well as office of the undersigned at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in.

For and on behalf of the Governor of Tripura"

ICA/C-1844/26

(Er. K. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-II,
Agartala, West Tripura.

অসম পুলিশে আরও ১৫-২০ হাজার যুবক-যুবতী নিয়োগ করা হবে: হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): অসমে পুলিশ বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে আগামী দিনে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ যুবক-যুবতীকে অসম পুলিশে নিয়োগ করা হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। একইসঙ্গে এই নিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যের তরুণদের জন্য বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলেও জানান তিনি।

বুধবার ডেরগাঁওয়ের লাচিত বরফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমিতে অসম পুলিশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের পাসিং-আউট অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নতুন নিয়োগের ফলে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

পুলিশকর্মীদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে লাচিত বরফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমির ভূমিকারও প্রশংসা করেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, অসম পুলিশকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মী দেওয়ার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে ৩২ জন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ডিএসপি) এবং ৩৭১ জন কনস্টেবল প্রশিক্ষণ শেষ করে আনুষ্ঠানিকভাবে অসম পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেন।

নবনিযুক্ত পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের দায়িত্ব পালনের সময় শৃঙ্খলা, সাহস এবং পেশাগত সততা বজায় রাখার আহ্বান জানান। রাজ্যে মাদক পাচার রুখতে অসম পুলিশের ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, অসম পুলিশ এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩,২৫৩ কোটি টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে। পাশাপাশি মাদকবিরোধী অভিযানে রাজ্যে ২৬,৫৩৭ জন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে লড়াই সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। সংগঠিত অপরাধ এবং অন্যান্য নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী ও পেশাদারভাবে প্রশিক্ষিত পুলিশ বাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

অসম পুলিশের কর্মীদের সাহস, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

লাচিত বরফুকন পুলিশ অ্যাকাডেমির মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রেও অবদানের কথা তুলে ধরেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বছরের পর বছর ধরে অ্যাকাডেমিটি প্রায় ২১,০০০ প্রশিক্ষিত পুলিশ আধিকারিক ও কর্মী তৈরি করেছে।

অনুষ্ঠানে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক, সরকারি আধিকারিক, প্রশিক্ষক, নবনিযুক্ত পুলিশকর্মীদের পরিবারের সদস্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ শেষ করা আধিকারিক ও কনস্টেবলদের রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং পুলিশের অন্যান্য দায়িত্ব তাঁরা পালন করবেন।অসম সরকার পুলিশ বাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের কাজ চালিয়ে যাওয়ার মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর এই নতুন নিয়োগের ঘোষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং আধুনিকীকরণকে সরকারের পুলিশি ব্যবস্থার উন্নয়নের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রস্তাবিত ১৫,০০০-২০,০০০ যুবকের নিয়োগ শুধু অসম পুলিশকে আরও শক্তিশালী করবে না, রাজ্যের বিপুল সংখ্যক তরুণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে।

পাসিং-আউট অনুষ্ঠানের শেষে নবপ্রশিক্ষিত প ু লি শ ক ম ী ব. া আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের সেবা, শান্তি বজায় রাখা এবং রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সংঘর্ষের পর তিন বছরে প্রথমবার মণিপুর বিধানসভায় সশরীরে কুকি-জো বিধায়করা

ইম্ফল, ২ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জাতিগত সংঘর্ষ শুরুর তিন বছরেরও বেশি সময় পর বুধবার প্রথমবার মণিপুর বিধানসভায় সশরীরে উপস্থিত হলেন কুকি-জো সম্প্রদায়ের দুই বিধায়ক। ২০২৩ সালের ৩ মে রাজ্যে জাতিগত হিংসা ছড়িয়ে পড়ার পর এই প্রথম পাহাড়ি এলাকার কুকি-জো সম্প্রদায়ের বিধায়করা ইম্ফলে বিধানসভার অধিবেশনে সরাসরি অংশ নিলেন।

বুধবার মণিপুরের ১২তম বিধানসভার অষ্টম অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনের প্রথম দিনেই সাইতু বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হাওখোলেট কিপগেন এবং সাইকুল বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক কিমনেও হাওকিপ হ্যাংশিং বিধানসভায় সশরীরে উপস্থিত ছিলেন।

তিন বছরেরও বেশি সময় পর বিধানসভায় ফিরে হাওখোলেট কিপগেন বলেন, দীর্ঘ সময় পর অধিবেশনে যোগ দিতে পেরে তিনি খুশি।

তবে উপমুখ্যমন্ত্রী নেমচা কিপগেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে অধিবেশনে অংশ নেন।

এই ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যুমনাম খেমচাঁদ সিং। তিনি এটিকে রাজ্যে ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে এটি একটি ভালো লক্ষণ এবং এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই।"

খেমচাঁদ সিং বলেন, সমাজের সব অংশের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মণিপুরকে শান্তি ও পুনর্মিলনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থার ঘাটতি কমানো এবং সমস্যাগুলির সমাধানে রাজ্য সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই এই অগ্রগতি হয়েছে বলেও জানান তিনি।

সহনশীলতা, পুনর্মিলন, অন্তর্ভুক্তিমূলক আলোচনা এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তাঁর সরকারের প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী খেমচাঁদ সিংয়ের নেতৃত্বে নতুন বিজেপি সরকার গঠনের পর কয়েকজন কুকি-জো বিধায়ক আগের বিধানসভা অধিবেশনগুলিতে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নিয়েছিলেন।

তবে এবার অধিবেশন শুরুর আগে কুকি-জো সম্প্রদায়ের শীর্ষ সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুর বিধায়কদের ইম্ফলে না যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ৩১ আগস্ট জারি করা ওই নির্দেশে বলা হয়েছিল, কুকি-জো জনগোষ্ঠীর 'পৃথক প্রশাসন'-এর দাবি নিয়ে রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত বিধায়কদের অষ্টম অধিবেশনে যোগ দিতে ইম্ফলে যাওয়া উচিত নয়।

কিম জানিয়েছিল, কুকি-জো জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নিয়ে মৌলিক রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান না হওয়া অবস্থায় বিধায়কদের বিধানসভায় অংশগ্রহণ সংগঠনের সম্মিলিত রাজনৈতিক অবস্থান ও জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

সংগঠনটির বক্তব্য, রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া 'স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে' ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কুকি-জো বিধায়কদের জনগণের রাজনৈতিক অবস্থান ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি দায়িত্বশীলতা এবং সংহতি বজায় রাখার আহ্বানও জানানো হয়েছিল।

কুকি-জো সংগঠনগুলি মণিপুরের উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর জন্য বিধানসভা-সহ পৃথক রাজনৈতিক প্রশাসন তথা পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি জানিয়ে আসছে।

৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় কুকি-জো সম্প্রদায়ের ১০ জন বিধায়ক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী নেমচা কিপগেন এবং বিজেপির আরও ছয় বিধায়ক। ২০২৩ সালের ৩ মে মেইতেই ও কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে কুকি-জো সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বিধায়ক বিধানসভা অধিবেশন বয়কট করে আসছিলেন। একইসঙ্গে ইম্ফল উপত্যকায় তাঁদের যাতায়াতও অত্যন্ত সীমিত ছিল।

এসআইআর -এর আগে ধলাই জেলায় ভোটকেন্দ্র পুনর্বিন্যাস, ৩৭৯ থেকে বেড়ে ৪০৫ করার প্রস্তাব

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: আসন্ন এসআইআর-কে সামনে রেখে ধলাই জেলায় ভোটকেন্দ্রের পুনর্বিন্যাস বা র‍্যাশনালাইজেশন প্রক্রিয়া শুরু করেছে জেলা নির্বাচন দপ্তর। ভোটারদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে জেলায় ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৩৭৯ থেকে বাড়িয়ে ৪০৫টি করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ে আজ ধলাই জেলা শাসকের কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ধলাই জেলার জেলা শাসক বিবেক এইচ.বি. (আইএএস) জানান, আগামী ১ অক্টোবর থেকে এসআইআর-এর কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। চলতি মাসের ৫ থেকে ১৪ তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ শেষে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বিএলওদের নিয়ে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন শুরু হবে বলে জানান তিনি।

জেলাশাসক জানান, র‍্যাশনালাইজেশন অব পোলিং স্টেশনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। এর আওতায় নতুন করে ২৬টি ভোটকেন্দ্র যুক্ত করার প্রস্তাব রয়েছে। ফলে বর্তমানে জেলার ৩৭৯টি ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে ৪০৫টি হওয়ার কথা। প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাস অনুযায়ী, রাইমাভ্যালি (এসটি) কেন্দ্রে বর্তমানে ৭০টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে, যা বাড়িয়ে ৭৩টি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।কমলপুরে ৫৮টি থেকে বেড়ে ৬০টি, সুরমা (এসসি)-তে ৬০টি থেকে ৭০টি, আমবাসায় ৬৯টি থেকে ৭২টি, করমছড়ায় ৫৬টি থেকে ৫৯টি এবং ছাওমনুতে ৬৬টি থেকে ৭১টি ভোটকেন্দ্র করার প্রস্তাব রয়েছে।এর পাশাপাশি ভোটারদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে সুরমা (এসসি), আমবাসা (এসটি) এবং ছাওমনু (এসটি) বিধানসভা কেন্দ্রে একটি করে ভোটকেন্দ্রের স্থান পরিবর্তনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

র‍্যাশনালাইজেশন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আগামী ২১ অক্টোবর ২০২৬ ড্রাফট ইলেক্টোরাল রোল প্রকাশ করা হবে। এরপর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ বা আপত্তি থাকলে তা জানানোর সুযোগ দেওয়া হবে। অভিযোগ ও আপত্তি দাখিলের জন্য এক মাস সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগরতলায় ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর ইসকনের জন্মাষ্টমী মহোৎসব

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আগামী ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করতে চলেছে ইসকন আগরতলা। পূর্বাশা প্রাঙ্গণে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হবে এই উৎসব। পাশাপাশি ৫ সেপ্টেম্বর ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিও বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করা হবে।

জানা গেছে, ৩ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় পূর্বাশা প্রাঙ্গণ থেকে বর্ণাঢ্য নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হবে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে নগর সংকীর্তনের পাশাপাশি অভিষেকের জল সংগ্রহসহ বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানও পালিত হবে। সন্ধ্যায় থাকবে আরতি ও অধিবাস অনুষ্ঠান।

৪ সেপ্টেম্বর শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের মূল অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, সুশান্ত চৌধুরী, রাজীব ভট্টাচার্য, সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র এবং সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব-সহ বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব দেবরায়কেও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ইসকনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জন্মাষ্টমী উৎসবকে কেন্দ্র করে শিশু ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য একাধিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিতর্ক, ফ্যান্সি ড্রেস, গীতা শ্লোক পাঠ, ছবি আঁকা-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। প্রায় এক হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণের প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বিজয়ীদের জন্য পুরস্কারেরও ব্যবস্থা থাকবে। উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ইসকনের গৌর-নিতাই ব্যান্ডের কীর্তন পরিবেশনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ৩, ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন কর্মসূচিতে কীর্তন পরিবেশন করবেন শিল্পীরা। ইসকনের প্রতিনিধিরা জানান, ত্রিপুরার পাশাপাশি বিশ্বের প্রায় ১৪০টি দেশেই জন্মাষ্টমী মহোৎসব পালিত হচ্ছে। আগরতলার অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি সচেতনতা তৈরি করা। একইসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ত্রিপুরায় শান্তি, সৌহার্দ্য ও মঙ্গল কামনা করা হবে। উল্লেখ্য, ৫ সেপ্টেম্বর শ্রীল প্রভুপাদের শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বিশেষ অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ইসকনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরাবাসীকে এই উৎসবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

‘এক টুকরো রাজস্থান’গ্র্যান্ডিয়োসক্লাবের পুজোয় মরুভূমির আবহ, নজর কাড়বে রাজস্থানি লোকসংস্কৃতি

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপূজাকে ঘিরে প্রতি বছরই নতুন ভাবনা ও থিমের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের চমক দেওয়ার চেষ্টা করে আগরতলার বিভিন্ন পুজো কমিটি। এবার সেই তালিকায় ভিন্ন স্বাদের থিম নিয়ে হাজির হচ্ছে সেন্ট্রাল রোড এক্সটেনশন, টাউন প্রতাপগড়ের গ্র্যান্ডিয়োসক্লাব। এবারের পুজোর থিম ‘এক টুকরো রাজস্থান’।

ভারতের পশ্চিম প্রান্তের বর্ণময় রাজ্য রাজস্থানের সংস্কৃতি, মরুভূমির বালুকারাশি, উট এবং লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই তৈরি হচ্ছে এবারের মণ্ডপ। রাজস্থানের মরুভূমির আবহকে আগরতলার বুকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই মণ্ডপসজ্জায় থাকছে নানা ধরনের শিল্পকর্ম ও লোকসংস্কৃতির ছোঁয়া।

১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবটি দীর্ঘদিন ধরেই সামাজিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি দুর্গাপূজার আয়োজন করে আসছে। আগরতলা শহরের দুর্গাপূজার মানচিত্রে গ্র্যান্ডিয়োসক্লাবের পুজোরও রয়েছে আলাদা পরিচিতি।

এবার প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা বাজেটে তৈরি হচ্ছে পুজোর মণ্ডপ। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন নবদ্বীপের শিল্পী। পাশাপাশি প্রতিমা নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন কাঠিরের শিল্পী।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আইসিএটি দপ্তরে কর্মচারী সংগঠনের দাবিপত্র

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: কর্মীদের নিয়মিতকরণ, শূন্যপদে নিয়োগ, পদোন্নতি, পেনশন-সহ একাধিক দাবি নিয়ে তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তার কাছে দাবিপত্র পেশ করল ত্রিপুরা রাজ্য তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন কর্মচারী সংঘ। বুধবার সংগঠনের পক্ষ থেকে এই দাবিপত্র পেশ করা হয়। সংগঠনের দাবিপত্রে দপ্তরের সমস্ত ডিআরডব্লিউ, ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার এবং পি টি ডব্লিউ কর্মীদের নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি সিপাহীজলা, খোয়াই, ধলাই (উত্তর জেলা), কৈলাসহর জেলা অফিস ও মহকুমা অফিসগুলিতে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি এবং শূন্যপদ পূরণের দাবি জানানো হয়। দপ্তরের গ্রুপ-সি সহ বিভিন্ন পদের প্রমোশন পদ্ধতি পুনর্নির্ধারণ এবং পদোন্নতির সুযোগ বাড়ানোর দাবিও জানিয়েছে সংগঠন। এছাড়া বর্তমানে আইসিএটি দপ্তর থেকে বিভিন্ন দপ্তরে ডেপুটেশনে কর্মরত অফিসার ও কর্মচারীদের পুনরায় আইসিএটি দপ্তরে ফিরিয়ে আনার দাবি জানানো হয়েছে।

দপ্তরের গ্রুপ-সি কর্মীদের লোকালপসনের মাধ্যমে বকেয়া পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা, প্রতিটি মহকুমা অফিসে অন্তত একজন করে রিপোর্টার/ স্ক্রীপ্ট রাইটার নিয়োগ এবং জেলা, মহকুমা ও ব্লক অফিসগুলিতে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগের দাবিও রয়েছে।

দাবিপত্রে কর্মীদের শূন্যপদ পূরণ, গাড়ির সুবিধা বৃদ্ধি এবং দপ্তরের বিভিন্ন কার্যালয়ে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি গাড়ির স্বল্পতা মেটাতে প্রয়োজনীয় গাড়ি বা সিকিউরিটি ব্যবস্থার দাবিও জানানো হয়।

সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়েছে, দপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ জেলা ও মহকুমা অফিসগুলিতে কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মীদের জন্য ফুল পেনশন সুবিধা, বকেয়া ডিএ ও ডিআর প্রদান এবং অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬২ বছর করার দাবিও তোলা হয়েছে।

এছাড়া এমএসিপি-এর ক্ষেত্রে ১০, ২০, ৩০ ও ২৫ বছরের পরিবর্তে নির্ধারিত চারটি ধাপ চালু, প্রতিটি জেলা ও মহকুমা অফিসে মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের জন্য পৃথক শৌচাগারের ব্যবস্থা, অফিসে পানীয় জল ও অন্যান্য মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করার দাবিও জানানো হয়েছে।

দাবিপত্রে আরও বলা হয়েছে, গাড়ি চালক ও অন্যান্য কর্মীদের কাজের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় যানবাহন সরবরাহ এবং দপ্তরের বিভিন্ন স্তরে কর্মীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। সংগঠনের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যা ও বঞ্চনার মধ্যে কাজ করছেন। তাঁদের ন্যায্য দাবি দ্রুত বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে দপ্তরের কাজের পরিবেশ ও পরিষেবার মান আরও উন্নত হবে।

তাণ্ডব, উপড়ে ফেলা হলো ২০০ বেগুন গাছ

● **আটের পাতার পর** পড়ে তাঁর। কৃষকের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা পরিকল্পিতভাবে তাঁর কৃষিজমিতে প্রবেশ করে প্রায় ২০০টি বেগুন গাছ উপড়ে ফেলে দেয়। এতে ফসল নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি চাষের পেছনে করা শ্রম ও বিনিয়োগও কার্যত জলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক জানান, ফসল বিক্রি করে সংসার চালানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ আয়ের আশায় তিনি বেগুন চাষ করেছিলেন। কিন্তু রাতারাতি সেই ফসল ধ্বংস করে দেওয়ায় তিনি আর্থিকভাবে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করে জড়িতদের চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

অনুপ্রবেশের অভিযোগে

● **আটের পাতার পর** বাংলাদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নেওয়ার সময়ই মধুপুর থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়েন দুজন। ঘটনায় অবৈধ সীমান্ত পারাপারের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে। বুধবার দুপুরে ধৃত দুজনকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

রাজ্যের ভবিষ্যৎ বনাঞ্চল কৌশল

● **আটের পাতার পর** ধলাই, দক্ষিণ ত্রিপুরা, গোমতী, সিপাহীজলা ও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সফর শেষে তাঁর প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, রাবার চাষ কৃষকদের কাছে লাভজনক হলেও ক্রমাগত ”একক চাষ” জীববৈচিত্র্য, মাটির উর্বরতা এবং প্রাকৃতিক জলউৎসের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

অবশিষ্ট প্রাকৃতিক বনাঞ্চল সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করা। বাণিজ্যিক রাবারের একক চাষের বিস্তার বন্ধ রাখা। ”রাবার, অ্যাগার, ফল ও অন্যান্য কৃষি-বনায়ন” ভিত্তিক সমন্বিত চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। গবেষণা কেন্দ্র থেকে প্রযুক্তির হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ পরিষেবা শক্তিশালী করা। বনাধিকার আইনের পাট্টা জমিতে বহুমুখী চাষে উৎসাহ দেওয়া। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং স্থানীয়দের জীবিকায় ভারসাম্য বজায় রাখা।

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সৌদামিনী দাস তাঁর অর্থনৈতিক মূল্যায়নে তুলে ধরেন যে, ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাবার চাষ লাভজনক মনে হলেও, পরিবেশ ও সমাজের ওপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির সামাজিক খরচ হিসাব করলে অন্যান্য পরিবেশবান্ধব চাষ অনেক বেশি ফলপ্রসূ। অন্যদিকে, জীববৈচিত্র্য বিশেষজ্ঞ ড. কৌশিক মজুমদার রাবার মনোকালচারের বিকল্প হিসেবে ”মালাবার নিম” চাষের সুফল তুলে ধরেন। পিসিসিএফ আর. কে. সামল রাজ্য সরকারের অনুমোদনে নির্বাচিত কিছু এফআরএ পাট্টা এবং ব্যক্তিগত জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে মালাবার নিম চাষ শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বৈঠকে পিসিসিএফ আর. কে. সামল জানান, রাবার স্টাডি টিমের এই তথ্যভিত্তিক গবেষণা রাজ্য সরকারের নীতি নির্ধারণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা নেবে। তিনি এই গবেষণার সার্বিক রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন করার আশ্বাস দেন। সামগ্রিকভাবে বৈঠকে বনাঞ্চল সংরক্ষণ, জলবায়ু সহনশীলতা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই বিস্তারিত রূপরেখা তৈরি করা হয়।

ঋষ্যমুখে অগ্নিকান্ড

● **প্রথম পাতার পর** অগ্নিদগ্ধ মা ও শিশুকে নলুয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের শরীরের সিংহভাগ আগুনে ঝলসে যাওয়ায় এবং পরিস্থিতি অত্যন্ত সংকটজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কর্তব্যরত চিকিৎসক ১৮ মাসের শিশু মেঘা মজুমদারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে সুপর্ণা মজুমদারের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

তবে কীভাবে বা ঠিক কোন কারণে বাড়িতে আগুনের সূত্রপাত হয়, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মর্মান্তিক এই ঘটনায় নলুয়া বরোজ কলোনি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিলোনিয়ায় সিপিএমের

● **প্রথম পাতার পর** ঋষ্যমুখ ব্লকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, বিধায়ক অশোক মিত্র, সিপিআই(এম) নেতা আশীষ দত্ত, ত্রিলকেশ সিনহা, রিপু সাহা সহ অন্যান্য দলীয় নেতৃত্ব।

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে এদিন তিনটি ব্লকেই সিপিআই(এম) কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। মিছিল ও জমায়েতের মধ্য দিয়ে প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

পুত্র ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে বৃদ্ধাকে নির্যাতনের অভিযোগ ন্যায়বিচারের দাবিতে আমতলী থানার দ্বারস্থ

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: আমতলী থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বাধারঘাট চারিপাড়া, নবদিগন্ত ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এক বিধবা বৃদ্ধাকে তাঁর ছেলে ও পুত্রবধূ দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতনের অভিযোগে এবার ন্যায়বিচারের দাবিতে আমতলী থানার দ্বারস্থ হয়েছেন লক্ষ্মী রানী সরকার।

জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে লক্ষ্মী রানী সরকারের স্বামী খোকন সরকার মারা যান। এরপর ছেলে সজল সরকারকে বিয়ে দেওয়ার পর থেকেই ছেলে ও পুত্রবধূ মৌসুমী দাস সরকারের হাতে তিনি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছেন বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, মঙ্গলবার সজল সরকার ও তাঁর স্ত্রী মৌসুমী দাস সরকার ফের লক্ষ্মী রানী সরকারের উপর শারীরিক নির্যাতন চালান। তাঁকে লাঠি দিয়ে আঘাত করার পাশাপাশি চুল ধরে টানাটানি করা হয় বলেও অভিযোগ। পরে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর অসহায় অবস্থায় আমতলী থানায় গিয়ে ন্যায়বিচারের আবেদন জানান লক্ষ্মী রানী সরকার। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

ডেপুটেশন ঘিরে

● **প্রথম পাতার পর** টিআইএসএফ-এর একটি প্রতিনিধি দল। সংগঠনের জেলা সভাপতি অনুকুল দেববর্মার নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি কলেজের অধ্যক্ষ ড. অজিত বর্মনের কাছে ডেপুটেশন জমা দেয়।

টিআইএসএফ-এর অভিযোগ, প্রতিনিধি দল কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশের সময় এবিভিপির ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের বাধা দেয়। পরবর্তী সময়ে কলেজের গেট তালাবদ্ধ করে বিক্ষোভ শুরু করা হয় এবং ‘ত্রিপ্রা মথা গো ব্যাক’ স্লোগান দেওয়া হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ, টিএসআর ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে টিআইএসএফ-এর প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা বলয়ে নিয়ে আসে।

টিআইএসএফ-এর দাবি, প্রায় দেড় ঘণ্টা গেটের বাইরে অবস্থানের পর পুলিশি নিরাপত্তায় তাঁদের অধ্যক্ষের কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। ডেপুটেশন গ্রহণের পর ফের নিরাপত্তা বলয়ে তাঁদের কলেজ চত্বর থেকে বের করে দেওয়া হয়। এ সময় তাঁদের উদ্দেশে স্লোগান ও গালিগালাজ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন টিআইএসএফ-এর জেলা সভাপতি অনুকুল দেববর্মা। ঘটনায় পুলিশ ও কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

অন্যদিকে, টিআইএসএফ-এর প্রতিনিধি দল কলেজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর অধ্যক্ষের কক্ষে ঢুকে বিক্ষোভ শুরু করে এবিভিপির ছাত্রছাত্রীরা। পরবর্তী সময়ে অধ্যক্ষ ড. অজিত বর্মনকে কক্ষের ভিতরে রেখে দরজায় তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এবিভিপির জেলা সংযোজক অংকন পালের অভিযোগ, এনএসইউআই ও এসএফআই-এর কর্মীরা ত্রিপ্রা মথার সমর্থক সেজে কলেজে এসে এবিভিপির ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ এবং ধাক্কাধাক্কি করেছে। তাঁর দাবি, কলেজ অধ্যক্ষ টিআইএসএফ-এর ডেপুটেশন গ্রহণ না করলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না।

অংকন পাল আরও জানান, যেসব ছাত্রীর সঙ্গে অশালীন আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ, তাঁদের সম্মান রক্ষার পাশাপাশি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত অধ্যক্ষকে ঘেরাও ও তালাবদ্ধ করে বিক্ষোভ চলবে।

দুই ছাত্র সংগঠনের পাল্টাপাল্টি অভিযোগকে কেন্দ্র করে কৈলাসহর কলেজ চত্বরে দীর্ঘ সময় উত্তেজনা বজায় থাকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি বাড়ানো হয়। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষের অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার পর কলেজ চত্বরে উত্তেজনা থাকায় পুলিশি নজরদারি জোরদার করা হয়েছে।

ছুটির দিনেও

● **প্রথম পাতার পর** ভারতের সংবিধান, আইন এবং ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলি কঠোরভাবে অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়।

সিইসি জ্ঞানেশ কুমার বলেন, নাগরিকদের সঙ্গে ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রথম যোগাযোগের মাধ্যম হলেন বিএলও-রা। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নির্বাচনী তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গোয়ার বিএলও-রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন।

নির্বাচনী তালিকার স্বচ্ছতা ও নির্ভুলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিএলও-দের ভূমিকার প্রশংসা করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির নিযুক্ত বুথ লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) এবং প্রার্থীদের পোলিং ও কাউন্টিং এজেন্টদের মাধ্যমে নির্বাচনী তালিকা এবং সমগ্র নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমান্তরালভাবে যাচাই ও নিরীক্ষা করা হয়।

এই উপলক্ষে বিএলও-দের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে কোঙ্কণি ভাষায় এবং বিএলএ-দের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে ইংরেজি ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভিডিও প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে গোয়ার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশিত হয়।

সভার অংশ হিসেবে বিএলও-রা সিইসি-এর সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। এই মতবিনিময়ের মাধ্যমে বিএলও-রা সরাসরি সিইসি-এর কাছে তাঁদের বিভিন্ন সংশয় ও প্রশ্নের উত্তর জানার সুযোগ পান।

ভিসি ভোটের পর এসআইআর

● **প্রথম পাতার পর** রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নির্বাচনী প্রচার ও আনুষঙ্গিক কাজের সাথে যুক্ত থাকবেন। মাঠ পর্যায়ে বিএলও-রা সরাসরি প্রশাসনিক নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবেন। এই অবস্থায় একই সাথে ভোটার তালিকার বিশেষ প্রক্রিয়ার কাজ পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে।

দলীয় প্রার্থীদের প্রচার ও নির্বাচনী প্রস্তুতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, এই প্রক্রিয়াটিকে কিছুদিন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলের আবেদনের পর কমিশন জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

জিবিতে রোগী মৃত্যুকে ঘিরে

● **প্রথম পাতার পর** শোকের পাশাপাশি ক্ষোভও দেখা দিয়েছে।পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মন্টি ভৌমিকের বাপেরবাড়ি গান্ধীগ্রামে এবং শ্বশুরবাড়ি উদয়পুরে। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তবে ঠিক কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি হয়েছিল কি না কিংবা পরিষেবাগত কোনও সমস্যা ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মৃতার পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, রোগীর চিকিৎসায় আরও দ্রুত ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল।

মাত্র আট মাসের শিশুসন্তানকে রেখে মন্টি ভৌমিকের অকালমৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া। স্বজনদের অভিযোগ, হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট নন। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে পরিবার।

তবে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগের সত্যতা এখনও নিশ্চিত নয়। মন্টি ভৌমিকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি, চিকিৎসকদের মতামত এবং প্রয়োজনে তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার জিবি হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা, রোগী ব্যবস্থাপনা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরিবারের দাবি, তাঁদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা হোক।

দুর্ঘটনা রুখতে উদয়পুরে কড়া ট্রাফিক নজরদারি, জরিমানা ২ অভিভাবককে

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: মন্দিরনগরী উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক দুর্ঘটনার পর নড়েচড়ে বসেছে পুলিশ ও ট্রাফিক দপ্তর। দুর্ঘটনা রোধে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রাফিক আইন কঠোরভাবে কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

গোমতী জেলার নতুন পুলিশ সুপার অনির্বাণ দাস দায়িত্ব নেওয়ার পর দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ট্রাফিক দপ্তরকে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ অনুযায়ী উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ও ট্রাফিক দপ্তর। বাইক, স্কুটি ও অন্যান্য যানবাহনের কাগজপত্র পরীক্ষা করার পাশাপাশি চালকের হেলমেট রয়েছে কিনা, ট্রাফিক আইন মেনে চলা হচ্ছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদয়পুর ট্রাফিকের ডিএসপি তরুণ দাশ জানান, নাবালকদের হাতে বাইকের চাবি তুলে দেওয়ার অভিযোগে ইতিমধ্যে দুইজন অভিভাবকের কাছ থেকে মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। একইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে নাবালকদের হাতে বাইকের চাবি তুলে দিলে আরও কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পুলিশ ও ট্রাফিক দপ্তরের এই তৎপরতার মূল লক্ষ্য হল নাবালকদের যানবাহন চালানো বন্ধ করা এবং সড়ক দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনা। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে ট্রাফিক দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

জৈব কৃষিকে গ্রামীণ

● **প্রথম পাতার পর** কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। কৃষি মন্ত্রী জানান, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন অর্গানিক কৃষি পণ্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও পৌঁছেছে। কালিখাসা সুগন্ধি চাল, আদা, সুগন্ধি লেবু, বার্ডস আই চিলি এবং জিআই-ট্যাগপ্রাপ্ত কুইন আনারস ইতিমধ্যেই দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বেঙ্গালুরু, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ ও গুয়াহাটির বাজারে পৌঁছেছে। পাশাপাশি জার্মানি, দুবাই, ওমান এবং বাংলাদেশেও ত্রিপুরার কৃষিপণ্যের বাজার তৈরি হয়েছে।

এদিন আরও একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিথি অর্গানিক ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের মাধ্যমে ১৮.৭ মেট্রিক টন অর্গানিক পণ্য ইউরোপের বাজারে রপ্তানির জন্য পতাকা দেখিয়ে যাত্রা শুরু করান কৃষিমন্ত্রী। রপ্তানিকৃত চালের মধ্যে রয়েছে ১.২ মেট্রিক টন কালিখাসা , ১.৫ মেট্রিক টন স্টিকি রাইস, ৬ মেট্রিক টন ব্ল্যাক রাইস এবং ১০ মেট্রিক টন হরিনারায়ণ চাল।

রতনলাল নাথ বলেন, এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে রাজ্যের কৃষকদের নিষ্ঠা, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা এবং বিশ্ববাজারে ত্রিপুরার জৈব কৃষিপণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। জৈব পদ্ধতিতে সুগন্ধি ও স্টিকি রাইসের পাশাপাশি আদা, হলুদ, বার্ডস আই চিলি, সর্ষে, তিল, ফক্সটেল মিলেট এবং কুইন ও কেও জাতের আনারস চাষেও কৃষকরা এগিয়ে এসেছেন।

মন্ত্রী জানান, বর্তমান সরকারের সময়ে রাজ্যে মোট ২৬,৬০০ হেক্টর জমি অর্গানিক চাষের আওতায় এসেছে। এর মধ্যে ১৪,৪১১ হেক্টর জমি নিবন্ধিত, ২,০০২ হেক্টর জমি রূপান্তর পর্যায়ে রয়েছে এবং আরও ১০,১৮৯ হেক্টর জমি বিবেচনাধীন। পাশাপাশি কৃষকদের সম্মিলিত শক্তি বৃদ্ধি এবং বাজারের সঙ্গে আরও ভালোভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যে রাজ্যে মোট ৫৩টি ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি গঠন করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার অর্গানিক কৃষিকে গ্রামীণ সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নির্দিষ্ট প্রকল্প, প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশনে সহায়তার মাধ্যমে কৃষকদের উচ্চমূল্যের ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদাসম্পন্ন ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কৃষকদের আরও ক্ষমতায়ন, উৎপাদক সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করা এবং রপ্তানিকারক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করার বিষয়ে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান, এপেডা, অভিষেক দেব, আই.এ.এস; ত্রিপুরার কৃষি সচিব, অপূর্ব রায়, আই.এ.এস; এপেডা-র সচিব, ড. সাস্বতী বসু; ত্রিপুরার কৃষি অধিকর্তা, ড. ফণী ভূষণ জামাতিয়া, মিশন ডিরেক্টর, রাজীব দেববর্মা; নাবার্ড-এর জেনারেল ম্যানেজার, তনুশ্রী ভট্টাচার্য; সম্মানিত জৈব কৃষক বৃন্দ, বিভিন্ন এফপিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দেশ ও বিদেশের প্তানিকারক বৃন্দ, কৃষি কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, কর্মকর্তা, সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

গরু চোর সন্দেহে এক

● **প্রথম পাতার পর** আটক করে মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালের চিকিৎসকদের বক্তব্য, জলিল রহমানকে হাসপাতালে আনার সময় তিনি সম্পূর্ণ অচেতন ও সাড়াহীন অবস্থায় ছিলেন। তাঁর পালস ও রক্তচাপও পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁকে বাঁচাতে সিপিআরসহ প্রয়োজনীয় পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়া শুরু করা হলেও চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পরে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

মৃতের পরিবারের সদস্য শিল্পী বেগম অভিযোগ করেন, জলিল রহমানকে মারধরের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে তাঁকেও লাঠি দিয়ে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত করা হয়। তাঁর বাবাকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। এমনকি ফোন করে পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়ার চেষ্টা করলেও তাঁর মোবাইল কেড়ে নেওয়া হয় বলে দাবি তাঁর।

শিল্পী বেগমের অভিযোগ, জলিল রহমান হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁকে মারধর না করার জন্য বারবার অনুরোধ করা হলেও হামলাকারীরা তা শোনেনি। তাঁর অভিযোগ, ঘটনায় পরিবারের একাধিক সদস্য আক্রান্ত হয়েছেন।

পরিবারের দাবি, জলিল রহমানের মৃত্যুতে তাঁরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। তাঁর ছোট সন্তান রয়েছে এবং পরিবারের আয়ের প্রধান অবলম্বন ছিলেন তিনি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা এবং ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছে মৃতের পরিবার।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে জলিল রহমানের উপর হামলা চালানো হয়েছিল, কারা এই ঘটনায় জড়িত এবং হামলার প্রকৃত কারণ কী, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার বিস্তারিত তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

ভিসি নির্বাচনে জোট

● **প্রথম পাতার পর** শক্তিশালী করা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

তবে বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে আসন্ন ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে সম্ভাব্য রাজনৈতিক জোট। বৈঠক সম্পর্কে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় জানান, ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে জোট না হলেও বিজেপির কোনও সমস্যা নেই। দল একাই নির্বাচনে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

তিনি আরও জানান, আগামী এক থেকে দুই দিনের মধ্যেই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে জোটের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। অর্থাৎ, জোটের সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে না দিলেও প্রয়োজনে এককভাবে নির্বাচনী ময়দানে নামার প্রস্তুতি বিজেপির রয়েছেএমনই বার্তা দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি।

এদিকে, এদিনের বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে দলের সাংগঠনিক কাঠামো আরও শক্তিশালী করা, আগামী দিনের কর্মসূচি এবং নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে নেতৃত্বের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে এই বৈঠককে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন এবং আগামী দিনের সাংগঠনিক কৌশলের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ক্রীড়াঙ্গন

‘অপারেশন সিন্দুর কাপ’ জয় কড়ইমুড়া প্লে সেন্টারের

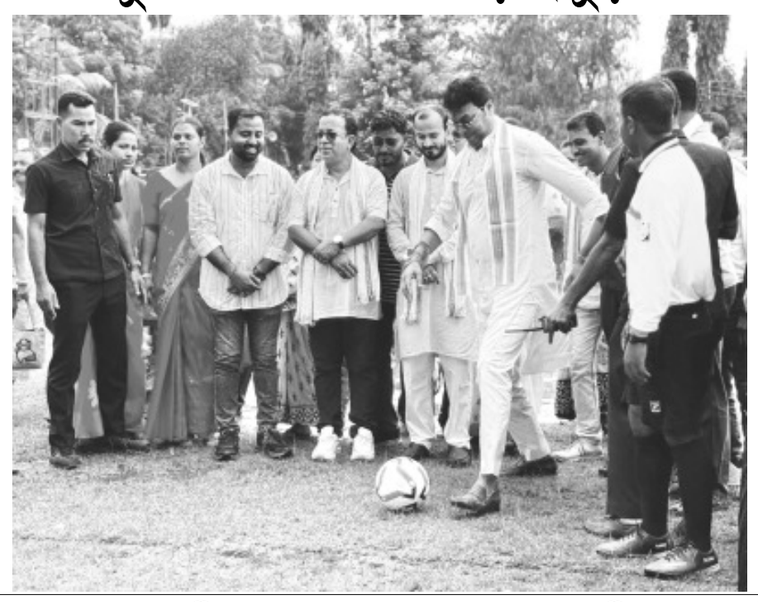

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ সেপ্টেম্বর: কড়ইমুড়া মাঠে জমজমাট ফাইনাল ম্যাচে এনএসসি বাধারঘাট প্লে সেন্টারকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে ‘অপারেশন সিন্দুর কাপ’ জয় করে নিল কড়ইমুড়া প্লে সেন্টার। ফাইনাল ম্যাচকে ঘিরে কড়ইমুড়া মাঠে ছিল উৎসবের আমেজ। খেলা দেখতে মাঠে ভিড় জমান বিপুল সংখ্যক ক্রীড়াপ্রেমী।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে দেখা যায় দুই দলকে। একাধিক আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। তবে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সুবাদে ৩-১ গোলের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে কড়ইমুড়া প্লে সেন্টার।

ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁদের উপস্থিতিতে ম্যাচের উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।

খেলা শেষে বিজয়ী কড়ইমুড়া প্লে সেন্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয় ‘অপারেশন সিন্দুর কাপ’। পাশাপাশি বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের অভিনন্দন জানান উপস্থিত অতিথিরা।

স্থানীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার প্রতি আরও উৎসাহিত করবে বলে মত প্রকাশ করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। মাঠে বিপুল দর্শকের উপস্থিতিও প্রমাণ করে, এলাকার মানুষের মধ্যে ফুটবলকে ঘিরে আগ্রহ ও উন্মাদনা এখনও যথেষ্ট রয়েছে।

ব্লাড মাউথকে হারিয়ে প্রথম জয়ের মুখ দেখলো ফরোয়ার্ড

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ‘শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টে’ নিজেদের প্রথম জয়ের স্বাদ পেলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাবকে ১-০ গোলে হারিয়ে ঐতিহাসিক এই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। ম্যাচের শুরু থেকেই দু’দলের মধ্যে চলে এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ম্যাচটি গোলশূন্য ড্রয়ের দিকেই এগোচ্ছিল, কিন্তু নির্ধারিত সময়ের একদম শেষ লগ্নে৯০১ মিনিটের মাথায়ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে জয়সূচক মহামূল্যবান গোলটি করেন জাবেত ডার্লং। টানটান উত্তেজনার এই ম্যাচটি পরিচালনায় ছিলেন রেফারি বিশ্বজিৎ দাস। খেলায় ফাউল করার অপরাধে ব্লাড মাউথ ক্লাবের দুই ফুটবলার২৮ মিনিটের মাথায় পেবাং লিং থইনলিয়ামি এবং ৭৪ মিনিটের মাথায় তাখেল আমবামকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি।

উল্লেখ্য, ২৮ আগস্ট উদ্বোধনী ম্যাচের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল এ বছরের প্রথম ডিভিশন লিগ। প্রথম ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ব্লাড মাউথ ক্লাব ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে টাউন ক্লাবকে পরাজিত করে শুভসূচনা করেছিল। এরপর দ্বিতীয় ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ ৫-১ গোলে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে হারায় এবং রবিবার তৃতীয় ম্যাচে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের সাথে ৩-৩ গোলে ড্র করেছিল এই ফরোয়ার্ড ক্লাবই। পরবর্তীতে সোমবারের চতুর্থ ম্যাচে নাইন বুলেটস ১-০ গোলে রামকৃষ্ণ ক্লাবকে হারায় এবং ১ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এগিয়ে চলো সংঘ ও টাউন ক্লাবের মধ্যকার ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র-তে শেষ হয়। একের পর এক রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে জমে ওঠা এই টুর্নামেন্টে গতবারের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাবের এই জয় পুরো লিগের আমেজ আরও বাড়িয়ে দিল।

বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে বিজয় কুমারকে হারিয়ে সেমিফাইনালের আশা জিইয়ে হলিক্রসের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। নীপকো গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় সদর আন্তঃস্কুল বালিকা টি-২০ ক্রিকেটের গ্রুপ পর্বের এক রোমাঞ্চকর ম্যাচে বিজয় কুমার গার্লস স্কুলকে ডাকওয়ার্থ-লুইস (ডিএলএস) পদ্ধতিতে ৮ রানে পরাজিত করেছে হলি ক্রস স্কুল। নির্ধারিত ১৪ ওভারে বিজয় কুমার গার্লস স্কুল ৪ উইকেটে ৮৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে শর্মিলা দেববর্মা ৪৩ বলে ২৮ এবং খাজা রানী ত্রিপুরা ১৫ বলে ১২ রান করেন। হলি ক্রসের পক্ষে বল হাতে এলিয়া মালসোম ৩টি এবং ঋমশা কর্মকার ১টি উইকেট দখল করেন। জবাবে বৃষ্টির কারণে ম্যাচ ৫ ওভারে নামিয়ে আনা হলে ডিএলএস পদ্ধতিতে জয়ের জন্য ৩১ রানের নতুন লক্ষ্য পায় হলি ক্রস স্কুল। মাত্র ৫ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে প্রয়োজনীয় রান তুলে জয় নিশ্চিত করে তারা। হলি ক্রসের পক্ষে ঋমশা কর্মকার ১৬ বলে ১০ রান করেন এবং বল হাতে ৩ ওভারে ১৫ রান দিয়ে ১টি উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার অর্জন করেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ জয়ের ফলে সেমিফাইনালে খেলার আশা জিইয়ে রাখল হলি ক্রস স্কুল। গ্রুপ লিগের নিজেদের এই অন্তিম ম্যাচে রোমাঞ্চকর জয়ের সুবাদে রান রেটের নিরিখে তাদের মূল পর্বে পৌঁছানোর জোরালো সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে তাদের সেমিফাইনালের ভাগ্য পুরোপুরি নির্ভর করছে আগামীকাল বরদোয়ালী স্কুল বনাম ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির ম্যাচের ফলাফলের ওপর। প্রতিযোগিতার এই পর্যায়ে এসে প্রতিটি দলের লড়াই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে।

CANCELLATION - ORDER

The DNIeT No. 23 & 24/EE/DWS/KD/2026-27 against PNIET No. 05/EE/DWS/KD/2026- 27 Dt. 31/07/2026 circulated vide Memo No. F. 7(1)/EE/DWS/KD/1105-31 Dated, 31/07/2026 is hereby cancelled due to technical reasons.

Executive Engineer
DWS Division, Kumarghat, Unakoti Tripura.

ICA/C-1824/26

মেসির অবসরের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই অবসর ঘোষণা আরও এক তারকা ফুটবলারের

মাদ্রিদ: গতকালই অবসর ঘোষণা করেছিলেন লিওনেল মেসি। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন আরও এক মহাতারকা ফুটবলার। তিনি জার্মানির অ্যান্টনিও রুডিগার। ২০১৪ সালে জার্মানির হয়ে নিজের অভিষেক ঘটিয়েছিলেন তারকা ডিফেন্ডার। তারপর এক দশকেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। জাতীয় দলের হয়ে ৮৬টি ম্যাচ খেলেছেন রিয়াল মাদ্রিদ ডিফেন্ডার। তবে আর নয়। এবার আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানালেন জার্মান ফুটবলার। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে এ বারের বিশ্বকাপে রাউন্ড অফ ৩২-র ম্যাচই তাঁর আন্তর্জাতিক ফুটবল কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ হয়ে দাঁড়াল। নিজের অবসর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রুডিগার বলেন, ”খানিক ভাবনাচিন্তা করার পর আমার জাতীয় দল থেকে সরে দাঁড়িয়ে তরুণদের সুযোগ করে দেওয়ার সময় এসেছে বলে আমার মনে হয়। ২০১৪ সালে আমি যখন প্রথমবার জার্মানির জার্সি গায়ে চাপিয়েছিলাম তখন আমি ভাবতেও পারিনি যে জাতীয় দলের হয়ে আমি ৮৬টি ম্যাচ খেলব। যদিও শেষ টুর্নামেন্টে সাফল্য আসেনি এবং আমাদের বেশ কিছু হতাশাজনক হারের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, তবে এই অধ্যায়টা আমার জন্য বিশেষ অনুভূতির ছিল। এটা আমার চিরজীবন মনে থাকবে।” ক্লাব ফুটবলে একাধিকবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লা লিগা, এফ এ কাপসহ বহু ট্রফি জিতেছেন। কিন্তু জাতীয় দলের হয়ে তিনি তেমন সাফল্যই পাননি। জার্মানি জাতীয় দলের হয়ে ট্রফি বলতে তাঁর ঝুলিতে কেবল ২০১৭ সালের কনফেডারেশনস কাপই রয়েছে। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়ে নিজের ক্লাবের হয়ে ফুটবল খেলায় সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করার কথাই জানান টনি রুডিগার।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেলো প্রণবানন্দ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সদর আন্তঃস্কুল বালিকা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির ও সেন্ট পলসস্কুল। দুপুর দুটায় শুরু হওয়া এই ম্যাচে বৃষ্টির কারণে ওভার কমিয়ে ১৩ ওভারে নির্ধারণ করা হয়। প্রথমে ব্যাট করে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির ১৩ ওভারে ১ উইকেটে ১৩৪ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অভিজ্ঞা বর্ধন ৪৬ বলে ১০টি চারের সাহায্যে অনবদ্য ৫৭ এবং অস্মিতা রায় ৩৮ বলে ৩টি চারের সাহায্যে ৩২ রান করেন; এছাড়া প্রজ্ঞালিকা চক্রবর্তী ৯ বলে ৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে সেন্ট পলসস্কুল ২ ওভারে বিনা উইকেটে ৪ রান তোলার পর বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়। সেন্ট পলসের পক্ষে ঝিলিক দাস ২ ওভারে ৯ রান খরচ করে ১টি উইকেট লাভ করেন। ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় দুই দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিলেও, এর সুবাদে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির টুর্নামেন্টের মূল পর্ব অর্থাৎ সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে। আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুল ও বরদোয়ালি স্কুলের পর তৃতীয় দল হিসেবে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির এই সাফল্য অর্জন করল। এদিকে গ্রুপ লিগ পর্যায়ের অন্তিম দিনে আগামীকালের ম্যাচে বরদোয়ালি স্কুল ও ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের মধ্যে বিজয়ী দল নির্ধারিত করবে সেমিফাইনালের বাকি স্থানটিতে কোন দল খেলবে।

ইস্তফা দেওয়া নির্বাচকের থেকে জবাবদিহি! দল নির্বাচন নিয়ে হাসিয়েই চলেছে নকভির পাক ক্রিকেট বোর্ড

নিত্য নতুন বিতর্ক পাকিস্তানের ক্রিকেটের অংশ হয়ে গিয়েছে। এ বার পুরো জাতীয় নির্বাচক কমিটিকেই শো-কজ করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ইমাম উল হক এবং মহম্মদ রিজওয়ানের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বোর্ড কর্তারা। দুই ক্রিকেটারকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং ইংল্যান্ড সফরের দলে রাখার ব্যাখ্যা চেয়েছেন মহসিন নকভিরা।পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচক কমিটিতে রয়েছেন আকিব জাভেদ, সরফরাজ আহমেদ এবং আসাদ শফিক। কমিটিতে ছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক মিসবা উল হকও। কিন্তু তিনি মঙ্গলবারই ইস্তফা দিয়েছেন। মিসবার দাবি, ইংল্যান্ড সফরের মাঝ পথে সাত ক্রিকেটারকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে তাঁকে না জানিয়েই। পিসিবির কাজে ক্ষুব্ধ মিসবা ইস্তফা দিয়েছেন। ইস্তফা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাছেও ব্যাখ্যা চেয়েছে পিসিবি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচক কমিটিকে ইমাম এবং রিজওয়ানের নির্বাচন নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। পিসিবির এক কর্তা শো-কজ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।চার নির্বাচকের মধ্যে সরফরাজ টেস্ট দলের অস্থায়ী কোচও। ইংল্যান্ডে তিনিই গিয়েছেন বাবর আজমদের সঙ্গে। নির্বাচন কমিটিতে রয়েছেন জাভেদ এবং শফিকও। তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা তলব করার যুক্তি রয়েছে। কিন্তু ইস্তফা দেওয়ার পর মিসবাকেও শো-কজ করায় বিস্ময় তৈরি হয়েছে। পিসিবির প্রশাসনিক কাজকর্মের পেশাদারিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।পিসিবির চিফ অপারেটিং অফিসার সুমেইর আহমেদ জাতীয় নির্বাচকদের পাঠানো শো-কজ নোটিসে লিখেছেন, ‘‘উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী আপনাকে দুই ক্রিকেটারের নির্বাচনের ভিত্তি এবং যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচনের নির্দিষ্ট মানদণ্ড, পারফরম্যান্স, নির্বাচন চলাকালীন তাঁদের বিষয়ে আলোচনার কারণগুলোও জানাবেন।’’

ইংল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে ০-২ ব্যবধানে বাবরেরা পিছিয়ে পড়ার পর সাত ক্রিকেটারকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে পিসিবি। ইমাম, রিজওয়ান ছাড়া দেশে ফেরানো হয়েছে সলমন আলি আঘা, আলি উসমান, আমির জামাল, মহম্মদ জাফর এবং খুররম শাহজাদকে। বরখাস্ত করা হয়েছে সরফরাজ-সহ এক সহকারী কোচকেও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের জন্য অন্য সাত ক্রিকেটারকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পিসিবি কর্তারা। অভিযোগ, সব কিছুই করা হয়েছে নির্বাচকদের অন্ধকারে রেখে। তাতে অপমানিত বোধ করেছেন মিসবা। পিসিবিকে ইস্তফা পত্র পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মহসিন নকভিরা তাঁর ইস্তফা গ্রহণ করেননি। বরং দুই ক্রিকেটারের নির্বাচনের ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে নির্বাচকদের কাছে।সামনেই তিন বড় ম্যাচ। তিন দেশের বিরুদ্ধে প্রীতিম্যাচ খেলবে ভারত। তার মধ্যে পাঁচ বারের বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল ও দু’বারের বিশ্বকাপজয়ী উরুগুয়েও রয়েছে। এই তিন ম্যাচের জন্য ২৬ জনের দল ঘোষণা করে দিল ভারত। কোচ খালিদ জামিল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের চার জন করে মোট আট জন ফুটবলারকে রেখেছেন দলে।

ইস্টবেঙ্গলের যে চার ফুটবলার ভারতীয় দলে রয়েছেন তাঁরা হলেন গোলরক্ষক প্রভসুখন গিল, ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি ও জয় গুপ্ত এবং স্ট্রাইকার এডমুন্ড লালরিনডিকা। মোহনবাগানের চার ফুটবলার হলেন মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা, আপুইয়া, সাহাল আব্দুল সামাদ ও স্ট্রাইকার মনবীর সিংহ। ডুরান্ড কাপে সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার পাওয়া মোহনবাগানের বিশাল কাইথকে অবশ্য রাখেননি খালিদ।

ভারত প্রথমে খেলবে পানামার বিরুদ্ধে। ২৬ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুর শ্রীকান্তিরাভা স্টেডিয়ামে হবে সেই ম্যাচ। তার আগে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে শিবির শুরু হবে ভারতের। পানামা ম্যাচের পর ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসবে ভারতীয় দল। যুবভারতী স্টেডিয়ামে ৩ অক্টোবর ব্রাজিল ও ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলবে তারা।

ভারতের ২৬ জনের দল:গোলরক্ষক আলবিনো গোমস, গুরপ্রীত সিংহ সান্ধু, প্রভসুখন গিল, সোম কুনার।ডিফেন্ডার অভিষেক সিংহ থেকচাম, আকাশ মিশ্র, আনোয়ার আলি, বিজয় ভারগেস, মিংথানমাওয়াইয়া রালতে, জয় গুপ্ত, পরমবীর, রিকি মিতেই।মিডফিল্ডার অনিরুদ্ধ থাপা, আশিক কুরুনিয়ান, ফারুখ চৌধরী, আপুইয়া, ম্যাকার্টন নিকসন, মহম্মদ সানান, রিকি শাবং, সাহাল আব্দুল সামাদ।ফরোয়ার্ড এডমুন্ড লালরিনডিকা, ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিংহ, রহিম আলি, রায়ান উইলিয়ামস, বিক্রম প্রতাপ সিংহ।এই ২৬ জন ছাড়া গোলরক্ষক হৃতিক তিওয়ারি, ডিফেন্ডার চিংলেনসানা সিংহ ও রোশন সিংহ এবং মিডফিল্ডার সুরেশ সিংহকে রিজার্ভ হিসাবে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে তাঁদের ডেকে নেওয়া হবে।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচের জন্য ডিজিটাল টিকিট পরিষেবা চালু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ভারত ফুটবল দলের আসন্ন আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলোকে কেন্দ্র করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন আজ, ২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ বুধবার থেকে একটি অনলাইন টিকেটিং প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। ফুটবলপ্রেমীদের সুবিধার্থে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আদলেই এই ডিজিটাল টিকিটিং প্রক্রিয়া পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সাধারণ সমর্থকরা অত্যন্ত সহজে ”ডিস্ট্রিক্ট বাই জমাটো” অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি এই সমস্ত হাই-ভোল্টেজ ম্যাচের টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক অমিত চৌধুরী এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সমস্ত ফুটবলপ্রেমী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিষয়টি অবহিত করেছেন।

ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ভারতীয় দল আগামী ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে পানামার মুখোমুখি হবে। এরপর অক্টোবরের শুরুতেই তিলোত্তমা কলকাতা সাক্ষী থাকতে চলেছে বিশ্ব ফুটবলের দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের যেখানে ৩ অক্টোবর ব্রাজিল এবং ৬ অক্টোবর উরুগুয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে নীল-বাঘের দল। আজ থেকে শুরু হওয়া অনলাইন টিকিট বুকিং প্রক্রিয়া আগামী ৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত শেষ ম্যাচটি পর্যন্ত চালু থাকবে। ক্রীড়াপ্রেমীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্দিষ্ট অ্যাপ ডাউনলোড করে নিজ নিজ টিকিট নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জোড়া গোলে মেসি, এমবাপের নজির ভেঙে দিলেন ইয়ামাল, ৯১ বছর পুরনো একটি রেকর্ডও ভাঙলেন বার্সেলোনার ফুটবলার

স্পেন বিশ্বকাপ জেতার পর তিনি ক্লাব ফুটবল খেলা শুরু করলেও নতুন মরসুমে সে ভাবে নজর কাড়তে পারছিলেন না। অবশেষে লেমিনে ইয়ামালকে নিজের পুরনো ফর্মে দেখা গেল। সোমবার রাতে বার্সেলোনার ম্যাচে নজর কাড়লেন তিনি। জোড়া গোল করে লিয়োনেল মেসি এবং কিলিয়ান এমবাপের নজির ভেঙে দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি ৯১ বছরের পুরনো একটি নজিরও ভাঙা পড়েছে। লা লিগায় বার্সেলোনার খেলা ছিল রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে। বার্সেলোনা জিতেছে ৫-২ গোলে। ইয়ামাল ছাড়াও রাফিনহা দু’টি গোল করেছেন। একটি গোল আত্মঘাতী। ইয়ামাল ম্যাচের ২১তম এবং ৯০তম মিনিটে গোল করেন। ম্যাচের দ্বিতীয় এবং পঞ্চম গোলটি করেছেন। বার্সেলোনার হয়ে ৫১টি গোল হয়ে গেল তাঁর।

ইউরোপে প্রথম পাঁচটি লিগ মিলিয়ে সবচেয়ে কম বয়সে ক্লাব ফুটবলে ৫০টি গোলের নজির গড়েছেন ইয়ামাল। তিনি ১৯ বছর ৪৯ দিনে এই কাজ করেছেন। আগের নজির ছিল এমবাপের। তিনি ১৯ বছর ২৪১ দিন বয়সে ৫০টি গোল করেছিলেন। তালিকায় তৃতীয় স্থানে আর্লিং হালান্ড। তিনি ২০ বছর ১৯৬ দিন বয়সে ৫০টি গোল করেছিলেন।

এ ছাড়া, বার্সেলোনার হয়ে ৫০টি গোল করার নিরিখে ইয়ামাল ভেঙেছেন ৯১ বছর পুরনো একটি নজির। ১৯৩৫-এ জোসেপ এস্কোলা ২০ বছর ৩৫৬ দিন বয়সে বার্সার হয়ে ৫০টি গোল করেছিলেন। তার পরে ২১ বছর ১২০ দিন বয়সে মেসি এই কাজ করে দেখান। ইয়ামাল এই দু’জনকেই টপকে গিয়েছেন। তিনি ১৯ বছর ৪৯ দিনে এই কাজ করেছেন।

মোহনবাগানের পর ইস্টবেঙ্গলও আক্রমণ ভাগের শক্তি বাড়িয়ে নিল। আইভোরি কোস্টের স্ট্রাইকার একে আর্নদ লোবাকে ষষ্ঠ বিদেশি হিসাবে সই করাল লাল-হলুদ শিবির। ২৮ বছরের স্ট্রাইকার খেলেছেন আইভোরি কোস্টের অনূর্ধ-২০ দলের হয়ে।

আইভোরি কোস্ট ছাড়াও মেক্সিকো এবং আমেরিকার একাধিক ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে লোবোর। তিনি যোগ দিলে ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণ ভাগ অনেকটাই শক্তিশালী হবে। বক্সের মধ্যে বিপজ্জনক লোবার উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। শেষ তিনি খেলেছেন লিবিয়ার ক্লাব আল শুমার হয়ে। মেক্সিকোর প্রথম ডিভিশনের ক্লাবে খেলারও অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ২০২১ সালে উত্তর আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন্স লিগজয়ী দলের সদস্য ছিলেন লোবা।

সোমবার রাতে শহরে এসেছেন মোহনবাগানের স্কটিশ স্ট্রাইকার লি হ্যারি এরউইন। সবুজ-মেরুন শিবিরের পর লাল-হলুদ শিবিরও আক্রমণকে শক্তিশালী করে নিল। এর আগে ইস্টবেঙ্গল এক বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করেছে আক্রমণাত্মক মিডফিল্ডার রেনিয়ার রেমন্ড ফার্নান্ডেজ এবং ক্রোয়েশিয়ার ডিফেন্ডার দিয়েগো জিভুলিচকে। নাইজেরিয়ার স্ট্রাইকার এনসুঙ্গুসি এফিয়ংয়েরও শহরে চলে আসার কথা কয়েক দিনের মধ্যে। ভিসা সমস্যার জন্য তাঁর আসতে কিছুটা দেরি হচ্ছে। তাঁর এবং লোবার জুটি আইএসএলের প্রতিপক্ষ দলগুলিকে উদ্বেগে রাখতে পারে।

জিভুলিচ মঙ্গলবারই যোগ দিয়েছেন লাল-হলুদের অনুশীলনে। ফার্নান্ডেজও প্রথম দলের সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। এফিয়ং এবং লোবা চলে এলে আইএসএলের অনুশীলন পুরো দমে শুরু করাতে পারবেন ইস্টবেঙ্গল কোচ আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস।

জাতীয় দলের দরজা খুলছে না এখনও, জম্মু কাশ্মীরের রঞ্জি জয়ের নায়ক এবার খেলবেন ইংল্যান্ডে

নয়াদিল্লি: জসপ্রীত বুমরাছিটকে যাওয়ায় শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য জাতীয় দলে ডাক পড়েছিল তাঁর। কিন্তু অভিষেক হয়নি। একাদশে জায়গা করতে পারেননি জম্মু কাশ্মীরের ২৯ বছরের পেসার আকিব নবিএবার ইংল্যান্ডের মাটিতে খেলতে যাচ্ছেন তিনি। রঞ্জি ট্রফিতেজম্মু কাশ্মীরের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে অনতম অবদান রয়েছে নবির। বল হাতে তুলে নিয়েছিলেন ৬০ উইকেট। এরপরই নজরে চলে আসেন তিনি। কিন্তু নির্বাচকরা এখনও পর্যন্ত তাঁকে সেভাবে গুরুত্ব না দিলেও কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য এবার ইংল্যান্ড উড়ে যাচ্ছেন এই ডানহাতি পেসার।

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ক্রিকেট ক্লাব সারের হয়ে খেলবেন আকিব নবি। তাঁর সঙ্গে তিন মাচের জন্য চুক্তি করা হয়েছে। সারের হয়ে যে তিনটি মাচে আকিব নবি খেলবেন, সেই প্রতিপক্ষগুলো হল ইয়র্কশায়ার, সাসেক্স ও গ্ল্যামারগন। সারে নিজেদের সোশাল মিডিয়াতেও আকিব নবির দলে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের যে টেস্ট সিরিজ খেলল ভারত, সেই সিরিজের আগে আচমকাই চোট পেয়ে ছিটকে গিয়েছিলেন বুমরা। তখন পরিবর্ত হিসেবে স্কোয়াডে ঢুকে পড়েছিলেন আকিব নবি। কিন্তু একাদশে সুযোগ করে নিতে পারেননি। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ও মহম্মদ সিরাজকে খেলানো হয়েছিল পেসার হিসেবে। আদৌ কবে জাতীয় দলে অভিষেক হবে নবির, তা এখনও নিশ্চিত নয়। কিন্তু তার আগে কাউন্টি ক্রিকেটে অভিষেক হয়ে যাচ্ছে জম্মু কাশ্মীরের এই পেসারের। ভারতীয় ক্রিকেট দলের আগামী সিরিজ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। তিন মাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে শ্রেয়স আইয়ারের দল। সেই সিরিজটি শুরু হতে চলেছে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। চোটের কবলে পড়লেও দলে রাখা হয়েছে জসপ্রীত বুমরা, ওয়াশিংটন সুন্দর ও নীতীশ কুমার রেড্ডি। হার্দিক পাণ্ড্য যে থাকবেন না স্কোয়াডের, তার একটা আভাস আগেই মিলেছিল। তাঁর চোট এখনও সারেনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের মাঝপথে একাদশ থেকে বাদ পড়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। এরপরে জিম্বাবোয়ে সিরিজেও তিনি সুযোগ পাননি। যদিও তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। সেই সঞ্জু স্যামসন এই সিরিজে ফের একবার ভারতীয় দলে ফিরলেন। স্যামসনকে ফেরানো হলেও বৈভব সূর্যবংশীকেও রাখা হয়েছে। বাদ পড়েছেন রিঙ্কু সিংহ।

জাগরণ 3 September, 2026, Thursday ■ আগরতলা ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং, ■ ১৬ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

কর্পোরেট স্বার্থে ব্যাঙ্কের ব্যবহার নিয়ে গণআন্দোলনের ডাক কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির বর্তমান সংকটজনক অবস্থা ও সাধারণ মানুষের আমানত নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অভিযোগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সুর চড়ালো ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাংক জাতীয়করণের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে মোদি সরকার কর্পোরেটদের স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ তুলে সরকারের কাছে সরাসরি জবাবদিহিতা দাবি করা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে জানান, সাধারণ মানুষের জমানো অর্থ সুরক্ষা, কর্মসংস্থান ও কৃষক-ক্ষুদ্র শিল্পপতিদের সাহায্যের জন্য জাতীয়কৃত ব্যাংকগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে সেই অর্থ অনুগত কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। শাসকদলের আশ্রয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লোপাট করে একদল শিল্পপতি অনায়াসে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

বিবৃতিতে একটি চাঞ্চল্যকর আরটিআই সূত্রের তথ্য তুলে ধরে প্রবীর চক্রবর্তী জানান, পুণের এক যুবকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পাওয়া তথ্যে দেখা গেছে যে, গত পাঁচ বছরে ১০০ কোটি টাকার ওপরে বড় ঋণখেলাপিদের ক্ষেত্রে মাত্র ১৪ শতাংশ বকেয়া আদায় করে বাকিটা রফা বা ছাড় দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে, ১ কোটি টাকার নিচে যারা সাধারণ ঋণগ্রহীতা ছিলেন, তাদের ক্ষেত্র থেকে ৭৮ শতাংশ বকেয়া কঠোরভাবে আদায় করা হয়েছে।

পাশাপাশি, বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ ও "জি" গ্রুপের প্রধান সুভাষ চন্দ্রের একটি উদাহরণ টেনে কংগ্রেস মুখপাত্র দাবি করেন, ২২ হাজার ৬ কোটি টাকার ঋণের বিনিময়ে মাত্র সাড়ে ৬ কোটি টাকার রফাসূত্রে সম্পূর্ণ বকেয়া ঋণ মকুবের সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেস নেতা প্রশ্ন তোলেন, একদিকে যখন প্রতিদিন দেশে গড়ে ৩১ জন কৃষক ঋণ পরিশোধ না করতে পেরে আত্মহত্যা করছেন এবং ছোট-মাঝারি কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তখন ব্যাংকগুলির লাভ্যাংশ ও সঞ্চিত অর্থ কিসের ভিত্তিতে বিজেপি এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়ীর স্বার্থে ব্যয় করা হচ্ছে? রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে এই 'সর্বনাশা নীতির' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলার পাশাপাশি যুব ও ছাত্র সমাজকে সঙ্গে নিয়ে গণআন্দোলনে নামার আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বিজেপির ছামনু মন্ডলের সাধারণ সম্পাদককে কারণ দর্শানোর নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার মারাত্মক অভিযোগে ৪৬-ছাওমনু মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক মহন্ত রঞ্জন চাকমাকে কারণ দর্শানোর (শো-কজ) নোটিশ জারি করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি, ত্রিপুরা প্রদেশ।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দীর্ঘদিন ধরে মহন্ত রঞ্জন চাকমার বিরুদ্ধে দলবিরোধী কর্মকাণ্ড ও অপপ্রচারে যুক্ত থাকার অভিযোগ প্রদেশ সভাপতির দৃষ্টিগোচর হয়। এই ধরণের প্রচারের ফলে দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিজেপির কিছু কার্যকর্তাকে দলত্যাগে প্ররোচিত করার মতো গুরুতর অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয়েছে।

এই সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে দলের শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং অভিযোগের প্রকৃত কারণ ও সত্যতা জানার লক্ষ্যে প্রদেশ সভাপতির নির্দেশে সাধারণ সম্পাদক শ্রী ভগবান চন্দ্র দাস মহন্ত রঞ্জন চাকমাকে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন। দলীয় সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না পেলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

আজ তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তার নিকট দপ্তরের কর্মচারীদের নায্য দাবি নিয়ে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।। এতে উপস্থিত ছিলেন শংকর দেব রাজ্জাক কর্মচারী মহাসংঘের রাজ্য সভাপতি, পার্থ পাল, ও বিরু লাল দেববর্মা, এবং মৃণাল ভৌমিক।

নালা পরিষ্কারের সময় উদ্ধার অজগর শাবক

বিশালগড়, ২ সেপ্টেম্বর: ধানি জমির মধ্যে নালা পরিষ্কারের সময় একটি অজগর শাবক উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরামুড়া এলাকায়। রেগা প্রকল্পের কাজে নালা পরিষ্কার করতে গিয়ে শ্রমিকদের হাতে ধরা পড়ে অজগর শাবকটি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতোই ধানি জমির মধ্য দিয়ে যাওয়া একটি নালা পরিষ্কারের কাজ করছিলেন রেগা শ্রমিকরা। কাজ চলাকালীন আচমকাই তাঁদের নজরে আসে একটি অজগর শাবক। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, ওই এলাকায় আরও অজগর শাবক থাকতে পারে। ফলে অজগর উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে জমিতে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অজগর শাবকটি নিরাপদে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। এলাকায় আরও অজগর রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি বন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি উঠেছে

ফাঁসিতে আত্মহত্যা ষাটোর্ধ ব্যক্তি

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: খোয়াইয়ের পূর্বগণকি এলাকায় নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করলেন সমরজিৎ বসু ওরফে মানিক বসু (৬৫) নামে এক ব্যক্তি। বুধবার সকালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিনের শারীরিক অসুস্থতা থেকে মানসিক যন্ত্রণার কারণেই তিনি এমন চরম সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকতে পারেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছ থেকে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে প্রতিদিনের মতোই খাওয়াদাওয়া শেষে সমরজিৎ বসু নিজের ঘরে ঘুমাতে চলে যান। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অজান্তেই রাতের কোনো এক সময় তিনি আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়। বুধবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ ঘুম থেকে না ওঠায় পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু ঘরের ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পাওয়ায় সন্দেহ হয়। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা মিলে দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করলে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সমরজিৎ বসু দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন। তবে তাঁর আত্মহত্যার সঙ্গে অসুস্থতার সরাসরি কোনো যোগসূত্র ছিল কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। ঘটনার খবর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে ব্যাহত ধর্মনগর হাসপাতালের ডায়ালাইসিস পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২ সেপ্টেম্বর: একদিকে ডায়ালাইসিস বেডে শুয়ে রোগী, অন্যদিকে বিদ্যুৎহীন ইউনিট। জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা পরিষেবার মাঝেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ ঘিরে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের জরুরি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

রোগী ও তাঁদের পরিজনদের অভিযোগ, লোডশেডিং হলেই ডায়ালাইসিস ইউনিটে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে তাৎক্ষণিক ব্যাকআপ না মেলায় রোগীদের বেডে শুয়েই বিদ্যুৎ ফেরার অপেক্ষা করতে হয়। ডায়ালাইসিসের মতো স্পর্শকাতর চিকিৎসা পরিষেবায় এমন পরিস্থিতি কেন তৈরি হবে, তা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন রোগীর পরিজনরা।

অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছে হাসপাতালের জেনারেটর ব্যবস্থা। হাসপাতাল চত্বরে জেনারেটর থাকা সত্ত্বেও লোডশেডিংয়ের সময় ডায়ালাইসিস ইউনিটে সময়মতো তার সংযোগ দেওয়া হতো না বলে অভিযোগ। তাহলে জরুরি পরিষেবার জন্য থাকা জেনারেটর কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এছাড়াও জেনারেটর চালাতে ডিজেলের খরচের বিষয়টিও সামনে এসেছে বলে দাবি রোগীর পরিজনদের। তাঁদের অভিযোগ, ডিজেলের খরচের কারণে যদি ডায়ালাইসিস ইউনিটে ব্যাকআপ দিতে কোনও ধরনের অনীহা বা বিলম্ব হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।

সম্প্রতি ডায়ালাইসিস সেন্টারে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার পক্ষ থেকে হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টকে বিষয়টি জানানোর পর কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে বসে।

এর পরেই প্রশ্ন উঠছে, ব্যবস্থা যদি এখন করা সম্ভব হয়, তাহলে এতদিন কেন তা করা হয়নি? ডায়ালাইসিস চলাকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে কোনও রোগীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তার দায়ভার কে নেবে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন রোগীর পরিজনরা।

ডায়ালাইসিসের মতো জীবনরক্ষাকারী পরিষেবায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হাসপাতালের নির্দিষ্ট কোনও ব্যাকআপ প্রোটোকল রয়েছে কি না, সেটিও স্পষ্ট হওয়া জরুরি। অভিযোগের সত্যতা অবশ্য তদন্তের পরই পরিষ্কার হবে। তবে রোগীদের চিকিৎসার সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিয়ে এমন অভিযোগ সামনে আসায় হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা ব্যবস্থাপনা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

রোগী ও তাঁদের পরিজনদের দাবি, বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় ডায়ালাইসিস পরিষেবা যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, তার জন্য স্থায়ী ও কার্যকর ব্যাকআপ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রী উদ্ধারে উদয়পুরে প্রশাসনের অভিযান, সিল দুই আইসক্রিম কারখানা

উদয়পুর, ২ সেপ্টেম্বর: খাদ্যসামগ্রীর গুণগত মান বজায় রাখা এবং ভোক্তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ফের অভিযানে নামল উদয়পুর মহকুমা প্রশাসন। মহকুমা শাসকের নির্দেশে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দপ্তর, ফুড সেফটি বিভাগ, খাদ্য দপ্তর এবং লিগ্যাল মেট্রোলজি বিভাগের আধিকারিকরা যৌথভাবে এই অভিযান চালান।

উদয়পুরের ব্রহ্মাবাড়ি বাজার থেকে মাতাবাড়ি বাজার পর্যন্ত বিভিন্ন দোকান, মিষ্টির দোকান, হোটেল এবং আইসক্রিম কারখানায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় বেশ কয়েকটি দোকান থেকে মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যাকেটজাত খাদ্যসামগ্রী ও ঠান্ডা পানীয় উদ্ধার করে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

পাশাপাশি দুটি আইসক্রিম কারখানায় তল্লাশি চালিয়ে অনিয়মের সন্ধান পান আধিকারিকরা। অভিযোগ, একটি কারখানায় প্যাকেটজাত আইসক্রিমের গায়ে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ ছিল না। অপর কারখানাতেও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশের অভিযোগ উঠে। নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে দুটি আইসক্রিম কারখানাই সিল করে দেওয়া হয়। জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শুভেন্দু দেববর্মা জানান, ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে নিয়মিত এই ধরনের অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযানে অনিয়ম ধরা পড়া প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, অভিযানে অনিয়ম পাওয়া বিভিন্ন দোকান ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোট ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। পাশাপাশি দুটি আইসক্রিম কারখানা সিল করা হয়েছে। আগামী দিনে আইন অনুযায়ী আরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। উদয়পুর মহকুমা প্রশাসনের এই অভিযানে ব্যবসায়ী মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একইসঙ্গে ভেজাল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্যসামগ্রীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

আগরতলা রেল স্টেশনে ৫ লাখ টাকার গাঁজা উদ্ধার, আটক ১

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: আগরতলা রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল জিআরপিএফ।

ঘটনায় অয়ন দেববর্মা (২১) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ২১.৮১৫ কেজি। পুলিশের দাবি, যার আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা।

জানা গেছে, আগরতলা রেলস্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিল জিআরপিএফের কর্মীরা। সেই সময় দুটি পিঠু ব্যাগ নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় ওই যুবককে। সন্দেহ হওয়ায় তাকে আটক করে ব্যাগ দুটিতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। এরপর অয়ন দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, রেলপথে গাঁজা পাচারের চেষ্টা করা হচ্ছিল। সময়মতো অভিযান চালিয়ে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করা সম্ভব হয়েছে। রেলপথে মাদক পাচার রুখতে আগামী দিনেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

অনুপ্রবেশের অভিযোগে মধুপুরে পুলিশের জালে ২ বাংলাদেশী

বিশালগড়, ২ আগস্ট: অবৈধ অনুপ্রবেশ ও সীমান্ত পারাপারের বিরুদ্ধে অভিযানে ফের বড় সাফল্য পেল মধুপুর থানার পুলিশ। দালালের মাধ্যমে চোরাই পথে ভারতে প্রবেশ করে পুনরায় একই পথে বাংলাদেশে ফেরার সময় এক বাংলাদেশি নাগরিক এবং এক ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার দুপুরে ধৃত দুজনকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে সোপর্দ করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত বাংলাদেশি নাগরিকের নাম আশীষ চন্দ্র পাল। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ থানার ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, গত ১৮ জুলাই খোয়াই সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেন তিনি।

এরপর বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতার মায়াপুর এলাকার এক ব্যক্তির মাধ্যমে ত্রিপুরার কোনাবন চকবস্তা এলাকার বাসিন্দা বাবুল দাস নামে এক দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশের দাবি, দালালের মাধ্যমে অবৈধ পথে পুনরায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কাউন্সিল ভোটে দক্ষিণ জেলায় ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৫৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ জেলার মোট ৮টি ব্লকে ৭০টি ভিলেজ কমিটির জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকবে ১৭৭টি। জেলায় মোট ভোটার ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৫৫ জন। তারমধ্যে পুরুষ ভোটার ৫৮ হাজার ১৭০ জন, মহিলা ভোটার ৫৭ হাজার ১৮৫ জন। আজ জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দক্ষিণ জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজাদ পি এই তথ্য জানিয়েছেন।

জেলাশাসক জানান, ৩২ জন সেক্টর অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি বলেন, নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে ৯ সেপ্টেম্বর। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা পর্যন্ত। ভোটগ্রহণ করা হবে ২৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। পুনরায় ভোটগ্রহণ প্রয়োজন হলে তা করা হবে ৩ অক্টোবর। ভোট গণনা করা হবে ৫ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুমন মজুমদার।

তিনি বলেন, ভোট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। জেলাশাসক জেলার সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের কাছে আবেদন রাখেন নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন করতে সকলে যেন সহযোগিতা করেন।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে খোয়াইয়ের বিজেপি নেতৃত্বদের সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠকে মন্ত্রী সুশান্ত

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: এডিসি এলাকায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক প্রস্তুতি জোরদারে খোয়াই জেলার নেতৃত্ববৃন্দকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দলীয় নির্দেশক্রমে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার তিন বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায় সাহা এবং বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা সভাপতি সমীর কুমার দাস সহ জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন মণ্ডলের সভাপতিরা। আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে বৈঠকে দলের সাংগঠনিক প্রস্তুতি, নির্বাচনী কর্মকৌশল এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। একইসঙ্গে নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে সমন্বয় আরও মজবুত করে নির্বাচনী প্রস্তুতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়। বৈঠকে আগামী দিনে দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও নির্বাচনী প্রস্তুতি কীভাবে আরও সুসংগঠিত করা যায়, তা নিয়েও নেতৃত্বের মধ্যে মতবিনিময় হয়।

পানীয় জলের দাবিতে ধর্মনগরে যুব কংগ্রেসের ডেপুটেশন, অবরোধ

ধর্মনগর, ২ সেপ্টেম্বর: ধর্মনগর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন স্থানে পানীয় জলের সংকট, অনিয়মিত সরবরাহ ও নিম্নমানের জল সরবরাহের অভিযোগ তুলে বুধবার ধর্মনগর ব্লক যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডি.ডব্লিউ.এস বিভাগের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুবাস চন্দ্র দেবনাথের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।

ব্লক যুব কংগ্রেস সভাপতি সঞ্জয় সূত্রধরের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে স্বরূপ সরণি, পশ্চিম চন্দ্রপুর, কুপাটিলা, বাদশা টিলা, চন্দ্রপুর, শাকাইবাড়ি, রাজবাড়ি, জেল রোড, শিববাড়ি চরনপাড়া, নয়াপাড়া ও পদ্মপুরসহ বিভিন্ন এলাকায় দ্রুত পাইপলাইন মেরামত ও পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়।

যুব কংগ্রেসের অভিযোগ, একাধিক এলাকায় প্রতিদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টা জল সরবরাহ করা হচ্ছে, আবার কোনো কোনো দিন জল মিলছে না। কোথাও কোথাও বিবর্ণ ও পান করার অনুপযোগী জল সরবরাহেরও অভিযোগ রয়েছে। পুরনো ও লিকেজযুক্ত পাইপলাইনের কারণে জল অপচয়ের পাশাপাশি দূষণের আশঙ্কাও রয়েছে বলে দাবি সংগঠনের।

ডেপুটেশনে প্রতিটি বাড়িতে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ ও কম-আয়রনযুক্ত পানীয় জল সরবরাহ, নিয়মিত জল পরীক্ষা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত ওভারহেড জলাধার স্থাপনের দাবি জানানো হয়।

এদিকে, ডেপুটেশন চলাকালীন কর্মী-সমর্থকরা কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরোধ করলে যান চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। পরে কর্মসূচি শেষ হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। যুব কংগ্রেসের দাবি, বর্ষা ও বর্ষা-পরবর্তী সময়ে দূষিত জলের কারণে জলবাহিত রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। তাই দ্রুত পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে ডি.ডব্লিউ.এস বিভাগের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। কর্মসূচিতে জেলা কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দসহ দলীয় কর্মী-সমর্থকরাও উপস্থিত ছিলেন।

রামনগর ১১ নম্বর রোডে চুরির সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ এলাকায় চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: আগরতলার রামনগর ১১ নম্বর রোড এলাকায় সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের নজরে আসে, এক ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে বেশ কিছু সামগ্রী নিয়ে এলাকা দিয়ে চলাচল করছেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে কৌতূহল ও উদ্বেগ তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় কয়েকজন বাসিন্দা বিষয়টি লক্ষ্য করেন। তাঁর সঙ্গে থাকা সামগ্রীগুলি চুরি করা কি না, তা নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়। এরপর ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়।

বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখার পর ওই ব্যক্তির সঙ্গে চুরির কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট হবে। পাশাপাশি সামগ্রীগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছে এবং এলাকায় সম্প্রতি কোনও চুরির ঘটনা ঘটেছে কি না, সেসব বিষয়ও তদন্ত করে দেখা হতে পারে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রামনগর ১১ নম্বর রোড এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। এলাকায় নিয়মিত পুলিশি নজরদারি ও টহল বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তাণ্ডব, উপড়ে ফেলা হলো ২০০ বেগুন গাছ

আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: রাতের অন্ধকারে কৃষিজমিতে ঢুকে প্রায় ২০০টি বেগুন গাছ উপড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন বাইশঘড়িয়ার কৃষক সাধন মজুমদার। তাঁর দাবি, এই ঘটনায় এক লক্ষ টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো বুধবারও কৃষিকাজ শেষে জমি থেকে বাড়ি ফিরে যান সাধন মজুমদার। পরদিন সকালে খেতে গিয়ে তিনি দেখতে পান, জমিতে থাকা অধিকাংশ বেগুন গাছ মাটি থেকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। কয়েক মাসের পরিশ্রমে গড়ে তোলা ফসল এভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কার্যত মাথায় হাত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইজিডিসি-ক্র্যাফ্ল্যাট প্রকল্পের অধীনে বন সদরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক

রাজ্যের ভবিষ্যৎ বনাঞ্চল কৌশল ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরা বন দপ্তরের সদর দপ্তরে "আইজিডিসি-ক্র্যাফ্ল্যাট" প্রকল্পের উদ্যোগে রাজ্যের প্রস্তাবিত বনাঞ্চল কৌশল বা "ফরেস্ট সেক্টর স্ট্র্যাটেজি" নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই বৈঠকে প্রধানত রাবার, আম, বাঁশ এবং অন্যান্য উদ্যানজাত উদ্ভিদের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার পাশাপাশি বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশগত টেকসইতার বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ত্রিপুরা বন দপ্তরের প্রধান আর. কে. সামল। স্বাগত ভাষণে আইজিডিসি-ক্র্যাফ্ল্যাট প্রকল্পের সিইও তথা প্রকল্প অধিকর্তা এস. প্রভু রাজ্যের বিদ্যমান বনাঞ্চল রক্ষা ও বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন পিসিসিএফ তথা রাবার স্টাডি টিমের বিশেষজ্ঞ ড. সঞ্জীব পাণ্ডে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 03-09-2026, 01:10